যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৬ জুলাই ২০১৭

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

প্রস্তুতি শুরু হোক ছাত্রজীবন থেকেই

লক্ষ্যে যদি স্থির থাকা যায় এবং কাজের ক্ষেত্রে যদি যুক্তি ও বুদ্ধির প্রয়োগ থাকে, তবে কঠিন কাজও সহজ বলে মনে হয়। জীবনে যখনই কোনও সমস্যা আসবে তখনই উচিত যে-বিষয় নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, সেই বিষয়ে জ্ঞানের পরিধি বাড়ানো। পড়াশোনা করা, বিষয়টিকে আরও গভীরে জানা। যখনই আপনি বেশি জানবেন তখনই সেই পরিস্থিতিকে সামলে ওঠার শক্তি আপনার মধ্যে তৈরি হবে। চাকরি পাওয়া, চাকরি করা বা চাকরিতে উন্নতি করার জন্য একটা উদ্যম এবং প্যাশনের দরকার পড়ে। যখনই ইন্টারভিউ বোর্ডে পৌঁছবেন প্রশ্নকর্তাদের যেন মনে হয় আপনি কাজটি ভালোবাসা এবং উৎসাহ নিয়ে করবেন। এই উৎসাহ বস্তুটিই আপনাকে জীবনের পথে এগিয়ে দেবে।

আপনার ছাত্রজীবন শেষ বলেই যে পড়াশোনার ইতি তা কিন্তু নয় বরং প্রথাগত পড়াশোনার বাইরের পড়াশোনার শুরু হয় চাকরি, ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতি থেকে। যা আপনার সারা জীবন কাজে লাগবে। কারণ চাকরি পেয়ে গেলেও আপনাকে সবসময় নিজেকে আপডেটেড রাখতে হবে। সময়োপযোগী না হতে পারলে প্রতিযোগিতার বাজারে ছিটকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আপনার কেরিয়ারের সূচনাকালই হল ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবনে যারা শুধু নোট মুখস্থ করে, যেটুকু স্কুলে বা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন সেটুকুই পড়ে পরবর্তীকালে অর্থাৎ বৃহত্তর জগতে প্রবেশের ক্ষেত্রে তাদের অসুবিধায় পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই গ্রন্থকীট না হয়ে প্রথম থেকেই বুঝে নিতে হবে কী পড়ছি বা কী পড়া উচিত। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তর থেকেই চাকরির কথা মনে হয়। এখন প্রতিযোগিতার বাজারে তো উচ্চমাধ্যমিকের পর থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে প্রস্তুতি। শুধু সিলেবাসটাই এখানে শেষ কথা নয়। তাতে চাকরির বাজারে উপযুক্ত হওয়া যাবে না। দরকার আরও এক্সট্রা কিছু। বুঝতে হবে আধুনিক জগৎ কী চাইছে। এই কর্মজগতের জন্য কীভাবে নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে সেটাও জানা প্রয়োজন।

প্রতিদিনই খবর তৈরি হচ্ছে। সেই খবরে চোখ রাখতে হবে। বিভিন্ন কাগজ, জার্নাল, প্রতিবেদন পড়তে হবে। কোনও লেখা পেলেই সেটা পড়ে ফেলার অভ্যেস তৈরি করতে হবে। এমনকী এখন ইন্টারনেটেও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা থাকে। সেগুলোও পড়তে হবে। এই অভ্যাস বজায় রাখতে হবে, ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতির সময় এবং চাকরি পাওয়ার পরেও।

সাধারণত ইন্টারভিউয়ে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল পাঠ্যবিষয়ক জ্ঞান, সেই সঙ্গে আপনার অ্যাটিটিউড। ইন্টারভিউ বোর্ডে যাঁরা থাকবেন তাঁরা মূলত বুঝতে চাইবেন আপনার কাজ করার সদিচ্ছা, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আর শেখার চাহিদা আছে কিনা। আসল পরীক্ষাটা কিন্তু

এখানেই। নিজের যাবতীয় গুণাবলি যাতে যথাযথভাবে পরীক্ষকদের কাছে তুলে ধরা যায় সেদিকেই নজর দিতে হবে। সেক্ষেত্রে ভালো প্রেজেন্টেশন একটি দরকারি বিষয়। আপনি যেরকমভাবে নিজেকে উপস্থাপিত করবেন পরীক্ষকদের মনে আপনার সম্পর্কে সেরকম ধারণাই তৈরি হবে।

খেয়াল রাখতে হবে আপনার কথা বলা এবং বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যেন সংযত হয়। পোশাক, ব্যাগ, চুল যেন পরিচ্ছন্ন হয়। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই। আবার অনেক সময় নিয়ে ভাবলেও কিন্তু সুযোগ পাওয়া যাবে না। যেটা জানেন যুক্তি দিয়ে সেটাই বলার বা বোঝানোর চেষ্টা করবেন।

মনে রাখবেন, যদি কাজ ভালোবাসেন, সেটা নিয়ে ভাবেন আরও নতুন নতুন আঙ্গিকে কাজ করার চেষ্টা করেন তবে কাজের উৎকর্ষ তো বাড়বেই সেই সঙ্গে ওই সংস্থায় আপনার উপর নির্ভরশীলতাও বাড়বে। যাদের কোনও বিষয়েই কোনও চেষ্টা নেই, কাজটা কোনওমতে শেষ করতে পারলেই বাঁচে তাদের এই দায়সারা মনোভাব কখনওই সাফল্যের পথ দেখায় না। কাজের ক্ষেত্রে যদি নিজের ভাবনা-চিন্তার ছাপ না থাকে তবে তা সাফল্যের পথে অন্তরায়ই বটে। সেক্ষত্রে কর্মক্ষেত্রর উচ্চপদস্থ কর্তাই-বা আপনার কথা ভাববেন কেন? এই জায়গায় চাকরির বদল এবং উন্নতি দুই ক্ষেত্রেই সমস্যা হবে। নিজের মনকে কৌতূহলী করতে হবে, জানার ইচ্ছাটাকে বাড়াতে হবে, নিজের সৃজনশীলতাকে তুলে ধরতে হবে, তবেই আসবে সাফল্য।

চাকরির বাজার হতাশাব্যঞ্জক নয়, বজায় রাখুন জেদ

চাকরি পাওয়ার মধ্যে কোনও ম্যাজিক নেই। এর পিছনে আছে চাকরি করার মনোভাব, ধৈর্য ও লড়াইয়ের মানসিকতা। জীবন একটা পরীক্ষা। আর আপনাকে একের পর এক সেই পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে। আর সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মনোভাব নিজের মধ্যে একটু একটু করে গড়ে তুলতে হবে। পরীক্ষায় হার-জিৎ দুই-ই আছে। তবে লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে।

চাকরি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আছে। কিন্তু তার জন্য পিছিয়ে গেলে চলবে না। চাকরির বাজার কঠিন হলেও তা হতাশাব্যাঞ্জক নয়। কোনও কাজে লেগে থাকলে অবশ্যই সেই কাজে আপনি সফলতা লাভ করবেন। একটু একটু করেই আপনাকে আপনার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগোতে হবে।

একটি সিঁড়ি দিয়ে আপনি যেমন একলাফে একদম উপরের সিঁড়িটিতে উঠতে পারবেন না, তেমনি প্রথম পদক্ষেপেই আপনি সফলতা লাভ করবেন, এই ধারণাটাই ভুল। লড়াই করার মনোভাব আস্তে আস্তে আপনার মধ্যে গড়ে তুললে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত কেরিয়ারের দিকে পৌঁছে যেতে সক্ষম হবেন। কোনও কিছুই একবারে আশা করা ঠিক না, চেষ্টা করলে আস্তে আস্তে আপনি আপনার আশানুরূপ চাকরি পাবেন।

কেরিয়ার দৌড়ে নামার আগেই বুঝে নিন আপনার লড়াইটা ঠিক কী নিয়ে। তার পরবর্তী পর্যায় হল কীভাবে পরিকল্পনা করে এগোতে হবে। এরপর আসছে সরকারি না বেসরকারি চাকরি কী করতে চান আপনি, সেইভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা।

সরকারি চাকরি করতে ইচ্ছুক হলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার জন্য নিজেকে আলাদাভাবে তৈরি করুন। পরীক্ষার প্রস্তুতি একটি অভ্যাসের ব্যাপার। নিজেকে একটি নিয়ম-নিষ্ঠার মধ্যে বাঁধতে চেষ্টা করুন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসতে হলে নিয়ম করে পড়াশোনার অভ্যাস রাখতে হবে। একদিনে প্রায় দশ ঘণ্টার মতো পড়াশোনা করলেন আর অন্যদিন নিজেকে পড়াশোনার থেকে অব্যাহতি দিলেন, এমনটা ঠিক নয়। অভ্যাস বজায় রাখতে হবে। এইভাবে নিজেকে পরিবর্তন করে অভ্যাসের নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখতে পারলেই দেখবেন আপনি দু'মাসের মধ্যেই নিজের মধ্যে আলাদা করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন। পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার জন্য আপনি নিজেকে উপযুক্ত বলে মনে করবেন। নিজের মধ্যে এই অনমনীয় মনোভাব তৈরি হয়ে গেলে আপনিও একদিন নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে সফলতা খুঁজে পাবেন। আর সফলতার নেশাটাই আপনাকে একদিন পেয়ে বসবে। প্রথম প্রথম এমনও হতে পারে আপনি কোনও কারণে সফল হতে পারলেন না, হতাশ হয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু কখনওই নিজের প্রতি বিশ্বাস হারাবেন না।

এরপর দু'য়ের পাতায়

শেষের চার পাতায় শুধুই জীবিকার খোঁজখবর

- কেন্দ্রীয় সরকারে বিভিন্ন মন্ত্রকে স্টেনোগ্রাফার নিয়োগ
- নাবার্ডে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে ৯১ নিয়োগ
- হিন্দুস্তান এরোনটিক্সে কয়েকশো অ্যাপ্রেন্টিস
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৭ সহ অধ্যাপক নিয়োগ
- ১৭ ম্যানেজার নিয়োগ নাবার্ডের বিভিন্ন শাখায়
- দিল্লি এইমসে নার্সিং অফিসার পদে ২৫৭ নিয়োগ
- হৃষিকেশ এইমসে ১১২৬ স্টাফ নার্স
- রায়পুর এইমসে ৪৭৫ নার্স নিয়োগ
- নৌবাহিনীতে স্টুয়ার্ড, শেফ, হাইজিনিস্ট
- স্কলারশিপ ও ঋণের দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে
- কেরিয়ার গড়তে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের কোর্স

চারের পাতায়

পেশা যখন
হার্ডওয়্যার এক্সপার্ট

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৬ জুলাই ২০১৭

কেরিয়ার গ্রুমিং

জীবিকার সঙ্গে ভালোবাসুন নিজেকেও

আমাদের জীবনে আমাদের নিজের জীবিকা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সেই পেশার টানে বা কাজটিকে ভালোবেসে আমরা আমাদের কাজ করে থাকি। যত কাজটিকে আমরা বুঝতে থাকি ততই আমাদের দায়িত্ব বাড়তে থাকে। আমরাও সেই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে থাকি। এই দায়িত্ব নিতে নিতে আমাদের অবস্থা এই রকম হয় যে পারিবারিক জীবনেও তার প্রভাব পড়ে। কাজের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে গিয়ে অনেকে বেশি করে এই সব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেন। যার প্রভাব ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি কাজের পরিবেশে পড়ে। এই মাত্রাতিরিক্ত চিন্তায় আপনার শরীর খারাপ হতে থাকে। সাফল্যের পরিবর্তে ব্যর্থতা আপনাকে গ্রাস করে। এর ফলে নেগেটিভ চিন্তা আপনার মাথায় এসে ভিড় করে। তবে যদি বুঝতে পারেন নিজের সমস্যার কথা, তবে আগে থেকে সাবধান হোন। গুরুত্ব বুঝে চিন্তা করুন। এটা নিজের বোঝা দরকার যে-কাজের জন্য চিন্তা করার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই, সেই কাজের জন্য আপনি চিন্তা করে অকারণে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছেন।

সমস্যা মানুষের জীবনে থাকবেই। সেই কারণে সমস্যা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না, তার সুষ্ঠু সমাধান আপনাকেই করতে হবে। আপনি নিজের সমস্যাগুলি একটি খাতায় লিখে তার একটি তালিকা তৈরি করুন। সেই অনুযায়ী সমাধান করুন। দেখবেন আপনার কাজটি অনেক সহজ হয়ে গেছে। একটি সমস্যা নিয়ে দিনের পর দিন বসে থাকবেন না। প্রত্যেকটি কাজের একটি ডেডলাইন তৈরি করুন, তার মধ্যেই আপনি আপনার কাজটি সমাধান করার চেষ্টা করুন। নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজের দায়িত্ব নিন। নিজেকে বুঝুন নিজে কতটা কাজের দায়িত্ব নিতে পারবেন। সেই অনুযায়ী কাজের দায়িত্ব নিন, অহেতুক কাজের বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে নিজেকে সমস্যায় ফেলবেন না।

নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী সাফল্য আশা করবেন। অতিরিক্ত আশা আপনাকে আরও হতাশাগ্রস্ত করে তুলতে পারে। শরীর অসুস্থ বা ক্লান্ত থাকার সময়ে পজিটিভের থেকে নেগেটিভ চিন্তাধারা আমাদের মনে বেশি ভিড় করে। এই সময় শরীরকে যতটা সম্ভব বিশ্রাম দেওয়ার চেষ্টা করুন। মন থেকে যতটা সম্ভব চিন্তাগুলিকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করুন। ভালো কাজের জন্য ভালো চিন্তাভাবনা করার জন্য

উপযুক্ত পরিবেশ খুবই জরুরি একটি বিষয়। নিজের মনকে বিশ্রাম দেওয়ার চেষ্টা করুন। কারণ মানবজীবনে সকল রোগের উৎস ওখানেই। নিজের মনকে ভালো রাখার জন্য যোগব্যায়াম করুন। সকাল-সন্ধে মর্নিং বা ইভনিং ওয়াকের দিকে নজর দিন। এতে শরীর বেশ ভালো লাগবে। মন ভালো থাকলে আপনি আলাদাভাবে কাজ করার অনুপ্রেরণা পাবেন।

চিন্তাশীল নয় এমন মানুষের সঙ্গে সময় কাটান। যেমন শিশু, বৃদ্ধ এদের সঙ্গে সময় কাটালে ভালো লাগবে। এছাড়াও গল্পের বই পড়ুন, সিনেমা দেখুন, গান শুনুন— আপনার মন বেশ ভালো থাকবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। নতুন করে কাজের এনার্জি ফিরে পাবেন।

নিজেকে একাই একশো প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন না। সব কাজ আমি নিজে করে নেব এই মনোভাব থেকে বিরত থাকুন। কাজ সকলের মধ্যে ভাগ করে দিন। তাহলে কাজটিও ভালো হবে, আর আপনার একার ঘাড়ে সমস্ত দায়িত্ব পড়বে না। সেই সঙ্গে সামান্য ব্যর্থতায় কখনওই হতাশ হওয়ার অভ্যেস ত্যাগ করুন। মনে রাখবেন ভুল সকলেরই হয়ে থাকে। কাজ যে করে ভুলও সেই করে। তবে ভুল করা আমাদের কাম্য নয়। ভুলের থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে অগ্রসর হোন। নিজের ব্যর্থতা নিয়ে চিন্তা না করে সাফল্য নিয়ে চিন্তা করুন।

কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের পাসওয়ার্ড

কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য উন্মুখ থাকেন সকলেই। তবে সকলেই কি সফলতা পান? এই প্রশ্নের উত্তরে বেশির ভাগ মানুষই বলবেন 'না'। কিন্তু কেন সকলে সফলতার সেই শিখরে পৌঁছাতে পারেন না?

আসলে **সাফল্যের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনও মাপকাঠি নেই। প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যই সাফল্যের আলাদা আলাদা নিয়ামক রয়েছে। কঠোর পরিশ্রম, সততা, নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণগুলি তো সাফল্য আনতে সাহায্য করে, তবে এর বাইরেও আলাদা আলাদা কাজে সাফল্যের জন্য আলাদা আলাদা বিষয় অনুসরণ করতে হয়।**

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যারা উচ্চপদে আসীন রয়েছেন, তাঁদের সকলের জন্যই একটি বিষয় মেনে চলা প্রয়োজন। আর তা হল অধীনস্থ সকলের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখা। একজন ব্যবসায়ী যেমন তাঁর প্রতিটি কাস্টমার বা গ্রাহকের সাথে যথাসম্ভব আন্তরিক ব্যবহার করেন, তেমনি উচ্চপদস্থদেরও অধীনস্থদের প্রতি তেমনই যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়। বস্তুতপক্ষে আধুনিক কর্পোরেট কালচারে সকলের সাথেই গ্রাহকের মতো আচরণ করা যুক্তিযুক্ত।

● আপনার কর্মচারীরা হচ্ছে প্রতিবিম্ব। যারা আপনার জন্য কাজ করে তারা আত্মসম্মানহীন নয়। তাদের নানা আচরণেই নিজের চাকরি সম্পর্কে তাদের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আপনি যদি আপনার কর্মীদের সাথে ভদ্রতা ও সম্মানজনক আচরণ করেন বা আপনি আপনার কাস্টমারের সঙ্গে করেন, তাহলে পরবর্তী সময়ে তাদের আচরণেও এটি প্রকাশ পাবে। আপনি যদি চান যে আপনার কর্মীরা আপনার জন্য কাজ করে গর্বিত বোধ করুক, তাহলে তাদের সাথেও সেভাবেই আচরণ করতে হবে। কর্মীরা যদি অফিস বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুগত এবং আন্তরিক বোধ না করে, তার প্রভাব অন্যদের মধ্যেও বিশেষ করে কাস্টমারদের মধ্যেও জাগবে। এটা কখনই কাম্য হতে পারে না।

● বিশ্বস্ত কাস্টমার হিসেবে আপনার কর্মীদের মূল্যায়ন করুন। তাহলে সবসময় তারা আপনার সাথে থাকবে। আপনার অফিস বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এমন একটি পরিবেশ বজায় রাখুন যাতে কর্মীরা আপনার ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যেতে পারে; প্রতিষ্ঠান বা আপনার সাফল্যের সাথেও যেন তারা একাত্ম হতে পারে। এতে করে প্রতিষ্ঠানের প্রতি তারা অনেক বেশি অনুগত হবে এবং প্রতিষ্ঠানের সাফল্যে নিজেরাও গর্বিত হবে এবং তাদের কাজের প্রেরণা বাড়বে।

● কথা-বার্তা বা আলাপ-আলোচনা সহজ নয়। তবে এই কাজটির চর্চাও রাখতে হবে। বেশিদিন আগের কথা নয়, যুক্তরাষ্ট্রের একজন ন্যাশনাল ফুটবল লিগ কোচের স্ত্রী জানতে পারলেন যে তার স্বামীকে বেত মারা হয়েছে। সমস্যাটা ছিল এই যে, তিনি এই খবরটা রেডিও প্রোগ্রামের মাধ্যমে জেনেছিলেন। এ রকম কমিউনিকেশন মিসহ্যাপ ছোট ব্যবসার জন্য ক্ষতির কারণ হয়। এ জন্য এ রকম যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। আপনি যেমন আপনার কাস্টমারকে কোনও কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, সে রকম আপনার কর্মীদের সাথেও নিয়মিত কথা বলুন। তাদের অনুরোধের ফিডব্যাক দিতে হবে এবং তাদের নতুন প্রোডাক্টস, সার্ভিস অথবা প্রসিডিউরের সাথে আপডেট করার সুযোগ দিতে হবে। টার্নার বলেন, 'তাদের জন্য কোনো কিছু করার আগে তাদের সম্পর্কে জানতে হবে। তারা যেন এটুকু নিশ্চিত থাকে যে অন্য কেউ কোনও বিষয় সম্পর্কে জানার আগেই তারা জানবে এবং সে সম্পর্কে তারাই সবার আগে বলতে পারবে।'

● স্পষ্টবাদী হতে হবে। আপনার এমন কাস্টমার থাকতে পারে যার ডিপ্লোম্যাসি/কূটনীতি, বাউন্ডস চেক কমনসেন্স কিংবা সাধারণ জ্ঞান আপনাকে বাধ্য করে তার সাথে ব্যবসায় ভদ্রভাবে কোনো কিছু বলতে। একজন কর্মী যে আপনার আশানুরূপ কাজ করছে না তাকেও আপনি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে পারেন। নিম্নমানের কোনও কর্মচারীকে বিদায় করতে সংকোচ বোধ করবেন না। তবে এটা যথাসম্ভব ভদ্রোচিতভাবে করতে হবে। এবং তাদেরকে নতুন কাজ খুঁজতে সাহায্য করুন এবং ভালো কিছু করতে সাহায্য করুন।

● ব্যবসায় অভিজ্ঞতা সীমাহীন অবাস্তব আশাকে ত্যাগ করতে বাধ্য করে। এটা একজন কর্মীর ক্ষেত্রেও সত্য। কাজেই আপনার কর্মীদের সাথে সেভাবেই আচরণ করুন, যেন তাদের অভিজ্ঞতাগুলো প্রতিষ্ঠানের ভালোর জন্য ব্যবহার করা যায়। আর আপনি কর্মী হলে আপনার অভিজ্ঞতা যাতে প্রতিষ্ঠানের সুফল বয়ে আনে, তার জন্য কাজ করুন।

● না বলতে ভয় পাবেন না, সেটা আপনি কর্মীই হোন আর বসই হোন। কর্মী হলে আপনার গণ্ডির বাইরে কোনও কাজ দেওয়া হলে সেটা ভদ্রভাবে নাকচ করে দিন। কারণ এতে কাজটি সঠিকভাবে নাও হতে পারে যা প্রতিষ্ঠানের জন্য সুফল আনবে না। আবার কর্মীর অবৈধ আবদারকেও প্রশ্রয় দেবেন না। সেক্ষেত্রে সরাসরি না বলাই ভালো।

● আপনি যদি কর্মী হয়ে থাকেন, তাহলে প্রশ্ন করুন। একজন কর্মী হিসেবে জব/কাজ আপনার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, সেটা সম্পর্কে আপনার সম্যক ধারণা থাকা উচিত। আর তার জন্য প্রশ্ন করে কাজটি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিতে দ্বিধা বোধ করবেন না। তাতে ক্ষতিটা আপনারই হবে।

কেরিয়ার তথ্য

● ব্যাংক: স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার রিলেশনশিপ ম্যানেজার পদে দরখাস্ত করতে হলে শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার স্নাতক। সঙ্গে ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট-সংক্রান্ত কাজে রিলেশনশিপ ম্যানেজার পদে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। খুঁটিনাটি জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.sbi.co.in

● অন্যান্য চাকরি: ন্যাশনাল সিডস কর্পোরেশন ট্রেনি হিউম্যান রিসোর্স পদে দরখাস্ত করতে হলে শিক্ষাগত যোগ্যতা: পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট বিএ বা বিবিএ বা বিসিএ অথবা যে কোনও শাখায় ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক, সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন বা পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট বা লেবার ল বা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে এক বছর মেয়াদের ডিপ্লোমা থাকতে হবে। সঙ্গে কম্পিউটারের জ্ঞান থাকতে হবে এবং কম্পিউটারে হিন্দিতে প্রতি মিনিটে ৩৫টি বা ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে ৪০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। ওয়েবসাইট: www.indiaseeds.com

● ন্যাশনাল ইনশিওরেন্স কোম্পানিতে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে দরখাস্ত (জেনারলিস্ট) পদের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই করা হয় দুটি পর্যায়ের (প্রিলিমিনারি ও মেইন) অনলাইন পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন হবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৩০ নম্বর), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড (৩৫ নম্বর) এবং রিজনিং এবিলিটি (৩৫ নম্বর) বিষয়ে। সময়সীমা ১ ঘণ্টা। মেন পরীক্ষা অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন হবে রিজনিং (৪০ নম্বর), কম্পিউটার নলেজ (৪০ নম্বর), জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (৪০ নম্বর), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৪০ নম্বর) এবং কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড (৪০ নম্বর) বিষয়ে। সময়সীমা ২ ঘণ্টা। এছাড়া ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (প্রেসি ও এস এ রাইটিং এবং কম্প্রিহেনশন) বিষয়ক ডেসক্রিপটিভ ধরনের মোট ৩০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। সব ক্ষেত্রেই নেগেটিভ মার্কিং আছে। সবশেষে ইন্টারভিউ। ওয়েবসাইট: www.nationalinsuranceindia.com

● মুম্বই রিফাইনারিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট বয়লার টেকশিয়ান পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। সেই সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাস বয়লার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার। সব ক্ষেত্রেই ৬০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা বা কম্পিউটারভিত্তিক অনলাইন পরীক্ষা এবং স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাপটিটিউড এবং পেশাদারি জ্ঞান বিষয়ে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা। বিস্তারিত জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইটটি: www.hindustanpetroleum.com

চাকরির বাজার হতাশাব্যঞ্জক নয়, বজায় রাখুন জেদ

প্রথম পাতার পর

কারণ বিশ্বাসই আপনাকে সফলতার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। আসলে জীবনে আমরা নানাভাবে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হই। এই প্রতিকূলতা আমাদের অনেক কিছু শেখায়। অনেক সময় আমরা লড়াই করার মানসিকতা খুঁজে পাই যা আমাদের নতুন করে বাঁচতে শেখায়, আবার অনেক সময়ে নানান প্রতিকূলতার মধ্যে নানা রকম হতাশাও তৈরি হয়।

জীবন খুব কঠিন। আবার আমরা এই জীবন থেকেই অনেক কিছু শিখি। এই কঠিন সময়ে চলার পথে আমাদের জীবনে কিছু পরিকল্পনা দরকার। যা থেকে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে এগিয়ে চলার মানসিকতা তৈরি করতে সক্ষম হই। আমাদের জীবনে পরিকল্পনা আর অভ্যাস এই দুটি জিনিস খুব প্রয়োজন। আসলে সঠিক পরিকল্পনা আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শেখায় আর অভ্যাস আমাদের নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে শেখায়। ভালো চাকরি পেতে হলে, নিজেকে তার জন্য তৈরি করা উচিত। তাই অভ্যাসকে যদি আমরা নিজের জীবনে স্থান দিতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের জীবনে হার-এর সম্মুখীণ হলেও লড়াইয়ের মানসিকতা আমাদের অভীষ্ট লক্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৬ জুলাই ২০১৭

কেরিয়ার অ্যাডভাইস

কেরিয়ার শুরুর আগে ইন্টার্নশিপ

কেরিয়ারের শুরু থেকেই এমপ্লয়াররা চায়, আপনার সিভিটা যেন অভিজ্ঞতার ঝুলিতে ভরা থাকে। তাই পড়াশোনার শেষে চাকরি খুঁজতে নেমে আপনি দেখবেন যে সব সংস্থাই একটি ন্যূনতম সময়ের কাজের অভিজ্ঞতা চাইছে। এমন খুব কম চাকরির খবর বেরোয় যেখানে ফ্রেশার বা সদ্য পাস করা আবেদনকারীর খোঁজ হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এক্সপিরিয়েন্স বা পূর্ব অভিজ্ঞতা শব্দটি কেরিয়ারের জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। কিন্তু চাকরি না পেলে দুঃস্বপ্নে আক্রান্ত হবেন না। ভেঙে না পড়ে বা উদ্বিগ্নতায় দিন না কাটিয়ে আপনি ভেবে দেখুন যে অভিজ্ঞতা বলতে ঠিক কী বোঝায়? সেটা কি শুধুই আগে করা চাকরি? না। এটা ইন্টার্নশিপও হতে পারে। তাই, আপনার এই 'গ্যাপ' বা আপাত কর্মহীন সময়টিকে এমনভাবে উপযুক্ত উপায়ে ব্যবহার করুন যে সেটি আপনার দুর্বলতা না হয়ে আপনার সিভির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। ইন্টারভিউ বোর্ডে যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় যে আপনি এতদিন কেন 'বসে' ছিলেন? আপনাকে যেন অপ্রস্তুত না হতে হয়।

ইন্টার্নশিপের প্ল্যানিং পড়াশোনা চলাকালীনই করে ফেলা উচিত। ঠিক কীরকম কাজ আপনি করতে চাইছেন বা ভবিষ্যতে করবেন সেই অনুযায়ী ইন্টার্নশিপ করার সংস্থা বাছুন। চাকরি-সংক্রান্ত ওয়েবসাইটগুলোতে প্রায় সময়েই বিভিন্ন কাজের জন্য ইন্টার্ন নিয়োগের খবর থাকে। আপনি উপযুক্ত ইন্টার্নশিপের আবেদন অবশ্যই করুন। এই রকম ইন্টার্নশিপ বৈতনিক বা অবৈতনিক হতে পারে। প্রয়োজনে আপনি বিনা মাইনের ইন্টার্নশিপও করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখবেন ইন্টার্নশিপ করার আগে আপনার নিজের দক্ষতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। আপনার পছন্দের কাজের উপযুক্ত ইন্টার্নশিপ না করলে আপনার অভিজ্ঞতা বৃথা হবে। এর সঙ্গে আরেকটা বিষয়ের দিকেও খেয়াল রাখা দরকার যে কর্মক্ষেত্র বা প্রতিষ্ঠানটা আপনার পছন্দ অনুযায়ী কিনা। আপনার উচিত পরে কাজে লাগবে এমন একটি জায়গায় আবেদন করা। শুরুতেই কাজ করতে গিয়ে যেন মনে বিরূপ ভাব তৈরি না হয়, সেটাও দেখা দরকার।

স্বেচ্ছাসেবা বা স্বেচ্ছাকর্মী হিসাবে কাজ শুরু করুন। যদি ইন্টার্নশিপ আপনি না পান বেশি সময় নষ্ট না করে প্রতি সন্ধ্যায় বা সপ্তাহের শেষের ছুটির দিনগুলোতেই আপনার পছন্দের সংস্থায় স্বেচ্ছাকর্মী বা স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করা শুরু করতে পারেন। বিভিন্ন উপযোগী বিভাগে যেমন শিল্প বা স্বাস্থ্য সংস্থায় স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করলে তা বেতনভিত্তিক ইন্টার্নশিপের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হবে।

পড়াশোনা বা ট্রেনিংয়ের মধ্যে দিয়ে নিজের জানার পরিধিকে বিস্তারিত করুন। তাই ইন্টার্নশিপ থেকে ট্রেনিংয়ের উপযোগিতা নেওয়ার দিকে খেয়াল রাখুন। ভালো করে কাজ শেখার এটাই ভালো সময়। কাজের নানারকম চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে এই সময়ে ওয়াকিবহাল হওয়া যায়। অনেকসময় কোনও কারিগরি কোর্স বা ট্রেনিংও নিজেকে আরও বেশি উন্নত করতে একইরকম সাহায্য করে। এসবই নিজের ডিগ্রি বা পড়াশোনাকে আরও বিস্তৃত করার উপায়। অনেকসময় আপনার পছন্দের কাজ অনুসারে বিদেশি ভাষার কোর্স বা কম্পিউটারের বিশেষ কোর্স আপনার উপকারে আসতে পারে। আপনি অবশ্যই সেই সব কোর্সগুলোতে ভর্তি হয়ে যান। উপযোগী কোর্সের সন্ধান আপনাকে ইন্টারনেট বা দক্ষ কেরিয়ার কাউন্সিলর দিতে পারবেন।

ইন্টার্নশিপ মানেই এই নয় যে আপনি সহজেই সুযোগ পাবেন। আপনাকে এর জন্যে সঠিকভাবে উপযুক্ত জায়গাতেই আবেদন করতে হবে। প্রথমেই তাই একটি উপযুক্ত সিভি তৈরি করুন। আপনার পড়াশোনা আর চাকরির উদ্দেশ্য অনুযায়ী কেন এই ইন্টার্নশিপ আপনার প্রয়োজনীয় তা এখান থেকে বোঝা যাবে। আপনার করা ট্রেনিংগুলো আপনাকে এগিয়ে রাখবে, তাই তাদের উল্লেখ অবশ্যই করুন। আপনার চাকরির অভিজ্ঞতা না থাকাকে আপনার দুর্বলতারূপে প্রকাশ করবেন না। নিজের নাম, যোগাযোগের তথ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা উল্লেখ করুন। আপনার করা ট্রেনিং, স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের অভিজ্ঞতার উল্লেখ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগে রাখুন। একটি ভালো সিভি আপনাকে আত্মবিশ্বাস জোগাবে।

ইন্টার্নশিপ করতে গিয়ে কিন্তু নিজের প্রোফেশনালিজমের ওপর নজর রাখুন। যত্ন ও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করুন। বিনা পারিশ্রমিকে হলেও এই সময়েই আপনি নিজের কর্মজীবনের ভিত তৈরি করছেন— সেটা মনে রাখবেন। পড়াশোনা বা শেখার প্রক্রিয়া চালিয়ে যান। বন্ধ করবেন না। কাজ করতে গিয়ে কোনও কিছু জিজ্ঞাস্য, সন্দেহ মনে থাকলে অবশ্যই মিটিয়ে নিন। কারণ চাকরির জায়গায় কেউ আপনাকে শেখাতে আগ্রহী থাকবে না। তাই এখনই শিখে নিন কাজটা। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে আচার-আচরণ, নানা রকম আদব-কায়দা মেনে চলতে হয়, ছোটখাটো নানা নিয়মকানুন থাকে। ইন্টার্নশিপের পরিসরে আপনি সেইসব সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে উঠবেন। ফলে কাজ করতে গিয়ে আপনার জড়তা অনেকের থেকে কম হবে। সহজে আপনি মানিয়ে নিতে পারবেন।

কেরিয়ার জিজ্ঞাসা

● এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটে ফিজিওথেরাপি ও বিউটিশিয়ানের কোর্স করতে গেলে কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার। কোর্সগুলি কতদিনের? কোর্স ফি কত? (নীলিমা বসু, বৈদ্যবাটী)

এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটে ফিজিওথেরাপি কোর্সটি ১ বছরের এবং স্পা-সহ বিউটিশিয়ানের কোর্সটি ৬ মাসের। অন্তত উচ্চমাধ্যমিক পাস তরুণ-তরুণীরা ফিজিওথেরাপির কোর্সটি করতে পারেন। মাধ্যমিক পাস তরুণীরা বিউটিশিয়ানের (স্পা-সহ) কোর্সটি করার জন্য আবেদন করতে পারেন। ফিজিওথেরাপি কোর্সের ক্ষেত্রে কোর্সের ফি ২০ হাজার টাকা। বিউটিশিয়ানের ক্ষেত্রে কোর্সের ফি ১০ হাজার টাকা। সর্বাধিক দুটি কিস্তিতে ফি পরিশোধ করতে হবে।

● পান রপ্তানি করতে আগ্রহী। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানালে ভালো হয়। *(অসীম মাইতি, নদিয়া)*

বিভিন্ন দেশে পান রপ্তানির ওপর কিছুদিন নিষেধাজ্ঞা ছিল। মূলত পানে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতির কারণেই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। ক্ষতিকর জীবাণুমুক্ত পানই রপ্তানি করা যেতে পারে। তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: এগ্রিকালচার অ্যান্ড প্রোসেসড ফুড প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (অ্যাপডা), ময়ূখ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-১৯। ফোন-২৩৩৭-৮৩৬৩।

● আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাস। চামড়ার বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির কারিগরি দিকগুলি শিখতে আগ্রহী। ভালো প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বিশদে জানালে উপকৃত হব। (উত্তম হাজরা, ব্যারাকপুর)

গভর্নমেন্ট কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড লেদার টেকনোলজিতে, 'বুট' ও শু অ্যান্ড লেদার গুডস ম্যানুফ্যাকচারিং কোর্সে জুতোসহ চর্মজাত বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি শেখানো হয়। ২ বছরের অ্যান্ডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স এটি। ২ বছরের ফি ১ হাজার টাকার মধ্যে। ভর্তি নেওয়া হয় একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। যোগাযোগের ঠিকানা: ব্লক-এল বি, সেক্টর-থ্রি, সল্টলেক (বাইপাসে চিংড়িঘাটা স্টপেজ কাছে), কলকাতা-৯৮। ফোন: ২৩৩৫-৬৯৭৭। ওয়েবসাইট: www.gcelt.gov.in

ব্যবসায় কেরিয়ার

ডি-ক্যাট ব্যাগের প্রিন্টিং ব্যবসার চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে

চিরকালই জামা-কাপড়ের সঙ্গে সুন্দর সুন্দর ব্যাগের চল রয়েছে। তবে বর্তমানে ডি-ক্যাট ব্যাগের চাহিদা বেশি। কারণ এই ধরনের ব্যাগ খুবই ফ্যাশনেবল। তাই এই ব্যাগের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই চাহিদার কথা মাথায় রেখেই প্রচুর মানুষ এই ব্যবসার দিকে ঝুঁকছেন।

ব্যবসাটি কেন নির্বাচন করবেন: গয়নার দোকান হোক কিংবা ওষুধের দোকান, অথবা পোশাক-আশাক বা মোবাইলের স্টোর— আজকাল সর্বত্রই ডি-ক্যাট ব্যাগের চল রয়েছে। ফলে, বাজারে এই ব্যাগের চাহিদা প্রচুর। এখন অনেকেই ম্যানুয়াল স্ক্রিন প্রিন্টিংয়ে এই ব্যাগের ওপর নিজেদের দোকানের নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর ছাপানোর চেয়ে নন-উওভেন প্রিন্টিং মেশিনের সাহায্যে ছাপা বেশি পছন্দ করছেন। কারণ মেশিনে লেখালিখি একইসঙ্গে তিনরকম রঙে ছাপা যায়, ছবিও দেখা যায়। ব্যাগের সৌন্দর্য বাড়ে। হাতে কাজ করলে ছাপা যেত কেবল এক রঙে।

ব্যাগ প্রিন্টিং পদ্ধতি: প্রথমে নন উওভেন মেশিনে ব্যাগ প্রিন্ট করার জন্য কতগুলি স্টিল প্লেট তৈরি করতে হয়। কলকাতার বালিগঞ্জে এই প্লেট তৈরি করা হয়।

এখন প্রশ্ন জাগতেই পারে, ডি-ক্যাট ব্যাগ কী? এটি একটি বিশেষ ধরনের ব্যাগ, যাতে কোনও সেলাই থাকে না। মেশিনের সাহায্যে জোড়ার জায়গাগুলি পোক্তভাবে আটকে দেওয়া হয়। এই ব্যাগে কোনও হাতা লাগানো থাকে না। ডি-ক্যাট ব্যাগটিকে দোকানে সাপ্লাই দিতে গেলে হাতাও লাগাতে হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, একটা প্লেটে কিন্তু পাঁচবারই প্রিন্ট করা যায়। তার বেশিবার প্রিন্ট করলে প্লেটের রং নষ্ট হয়ে যায়।

এই মেশিনটিতে ঘণ্টায় ১৫০০ পিস ব্যাগ প্রিন্ট করা যায়। প্রিন্টিংয়ের কাজ হয়ে গেলে, ব্যাগের সঙ্গে হাতা জুড়তে হবে। তার জন্য ব্যাগের মাথায় হাতা বসিয়ে হ্যান্ডেল পাউচ মেশিনে পা দিয়ে চাপ দিলেই হাতা ব্যাগের সঙ্গে হাতা জুড়ে যাবে। ঘণ্টায় ৩৫০ পিস ব্যাগের হাতা লাগানো যায়। অর্থাৎ ৫ ঘণ্টায় ১৫০০ পিস ব্যাগের হাতা লাগানো সম্ভব। সব মিলিয়ে ১৫০০ পিস ব্যাগ সম্পূর্ণ তৈরি করতে মোট সময় লাগে ৬ ঘণ্টা।

আয়-ব্যায়ের হিসাব: ডি-ক্যাট ব্যাগ বিভিন্ন মাপের হয়। এখানে একটা ১৫X১৮ ইঞ্চি মাপের ডি-কাট ব্যাগ তৈরির ক্ষেত্রে আয়-ব্যায়ের হিসাব উল্লেখ করা হল। ১ কিলোগ্রাম ডি-কাট ব্যাগের দাম ১৬০ টাকা। ১ কিলোয় ৬৫ পিস ব্যাগ থাকে। অর্থাৎ ১৫০০ পিস ডি-কাট ব্যাগের জন্য মোটামুটি ২৩ কিলো কিনতে হবে। মেশিনটি চলে ৩ হর্সপাওয়ার বিদ্যুতে। ব্যাগ প্রিন্টিং এবং হাতা লাগানোর জন্য ২ জন কর্মীর প্রয়োজন।

স্থায়ী মূলধন: ব্যবসার জায়গা ১৫X১২ ফুট (নিজস্ব), ব্যাগ প্রিন্টিং মেশিন: ৫,০০,০০০ টাকা, হ্যান্ডেল পাউচ মেশিন (১টা): ১,২০,০০০ টাকা, কাঠের ২টো বড় টুল (২X৪০০ টাকা): ৮০০ টাকা, স্টিল প্লেট ১টা: ২৮০ টাকা, রেঞ্জ-ছোট ও বড়: ২০০ টাকা, কাঁচি ১টা: ১৮০ টাকা, স্টিলের হাতা ১টা: ২৫ টাকা। মোট খরচ: ৬,২১,৪৮৫ টাকা।

প্রতিদিনের কাঁচামাল: ১৫০০ পিস ব্যাগ অর্থাৎ (২৩ কেজিX১৬০ টাকা): ৩৬৮০ টাকা, রং (১ কিলোগ্রাম কৌটো): ৩২০ টাকা, পরিবহণ+অপচয় খরচ: ৪০০ টাকা, ২ জন শ্রমিক (৩৫০ টাকা করে মজুরি): ৭০০ টাকা, বিদ্যুৎ খরচ: ৬০ টাকা। মোট খরচ: ৫৪৯৪ টাকা।

ওপরের হিসাব থেকে স্পষ্ট যে, প্রিন্টিং সহ ১ পিস ডি-কাট ব্যাগের খরচ পড়বে ৩ টাকা ৬৬ পয়সা। ১ পিস ডি-কাট ব্যাগের পাইকারি দাম ৫ টাকা। সেই হিসাবে ১৫০০ পিস ব্যাগের দাম পড়বে= ১৫০০X৫ টাকা= ৭৫০০ টাকা। অর্থাৎ প্রতিদিনের লাভ: ৭৫০০ টাকা-৫৪৯৪ টাকা= ২০০৬ টাকা। সেক্ষেত্রে প্রতি মাসে লাভ হবে= ২০০৬X৩০=৬০,১৮০ টাকা।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ৬ জুলাই ২০১৭

পেশা যখন হার্ডওয়্যার এক্সপার্ট

একবিংশ শতকে পা রেখে কম্পিউটারের হাত ধরে প্রযুক্তি-বিপ্লব যত জোরদার হচ্ছে, ততই খুলে যাচ্ছে কাজের অনন্ত সুযোগ। যার মধ্যে অন্যতম হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্কিং। একটা মেশিন কিনলে সেটা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের কাজের ক্ষেত্রটা এই জায়গায়। এখন গোটা বিশ্বজুড়ে একজনের সঙ্গে আর একজনের যোগাযোগের মাধ্যম হল নেটওয়ার্ক। কতই না প্রযুক্তি বেড়িয়েছে। আমরা খুব সহজেই দূরে থাকা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। কিন্তু এর নেপথ্যে যাঁরা গোটা ব্যাপারটা সামলান, তাঁদের দায়িত্ব বা দক্ষতা কিন্তু কম নয়।

হার্ডওয়্যারে কাজের ক্ষেত্রকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি, ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন। যেখানে যন্ত্রে ব্যবহৃত উপাদানগুলি তৈরি করা হয়। যেমন— মাদার বোর্ড, সিপিইউ, র‍্যাম, হার্ড ডিস্ক, ডিভিডি, মনিটর, ক্যাবিনেট, মাউস, কি-বোর্ড ইত্যাদি। আর দ্বিতীয়টি, কম্পিউটার তৈরির পর তা চালু করা, বিভিন্ন অংশের রক্ষণাবেক্ষণ এবং খারাপ হলে মেরামতের কাজ।

অন্যদিকে, নেটওয়ার্কিংয়ের কাজ দু'টি কম্পিউটারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা। এর মধ্যে পড়ে সঞ্চালনা, নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি, ইউজার পাসওয়ার্ড, নেটওয়ার্ক সিস্টেম, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইত্যাদি। অর্থাৎ পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য অনেকগুলি কম্পিউটার, সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারকে একসঙ্গে জুড়তে হয় যাতে এক বা একাধিক ব্যবহারকারী একসঙ্গে বহু তথ্য আদান-প্রদান করতে পারেন।

এক্ষেত্রে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ল্যান-এর মতো খুব প্রচলিত নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা ছোট পরিসরের ভৌগোলিক দূরত্বে জুড়ে দেয় বিভিন্ন কম্পিউটারকে। যেমন, অফিস, বাড়ি, আবাসন। আবার বিভিন্ন শহর ও দেশের কম্পিউটারকে যুক্ত করে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ওয়্যান। হালে এক ধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে ওয়্যান-এর প্রয়োগ। ওয়্যান-এর কাজ হয় মূলত স্যাটেলাইট মারফৎ। ব্যবহার হয় তারের সংযোগও। ওয়্যারলেস ল্যান-এর মূল সংযোগকারী যন্ত্র দু'টি— রুটার ও সুইচ। যা তৈরি করে সিস্কো, ডিলিংক-এর মতো সংস্থা। এ রকমই নানা সংস্থার রুটার ও সুইচ-এর পণ্য পরিচিতি, গঠন ও সমস্যা তৈরি হলে তা সমাধানের কাজ শিখতে হয়। তাই বহু ক্ষেত্রেই এই সব সংস্থার অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে সার্টিফিকেট পাওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

হার্ডওয়্যার-নেটওয়ার্কিং পেশাদারদের গোটা বিশ্বেই চাহিদা রয়েছে। স্থানীয় সংস্থা থেকে শুরু করে বহুজাতিক, বিভিন্ন পর্যায়ে এই পেশাদারদের কেরিয়ার তৈরি করার য বা কাজের সুযোগ রয়েছে। যেমন—

১) হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার
২) হেল্প ডেস্ক এগজিকিউটিভ
৩) ল্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
৪) ল্যান ইঞ্জিনিয়ার
৫) ল্যান টেকনিশিয়ান
৬) লিনাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
৭) মেসেজিং স্পেশ্যালিস্ট
৮) নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
৯) নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার
১০) নেটওয়ার্ক স্পেশ্যালিস্ট
১১) নেটওয়ার্ক টেকনিশিয়ান
১২) পি সি টেকনিশিয়ান
১৩) সার্ভার স্পেশ্যালিস্ট
১৪) সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার
১৫) নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি প্রোফেশনালস
১৬) অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট
১৭) ডেটা সেন্টার ম্যানেজমেন্ট
১৮) ই-মেইল ম্যানেজমেন্ট
১৯) হেল্প ডেস্ক সার্ভিস
২০) সার্ভার ম্যানেজমেন্ট
২১) স্টোরেজ ম্যানেজমেন্ট

যাঁরা হার্ডওয়্যার-নেটওয়ার্কিং পেশায় কেরিয়ার তৈরি করতে চান, তাঁদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাজ শেখার পর কেরিয়ার শুরু হয় হেল্প ডেস্ক অ্যানালিস্ট, টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার, নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে। পরে বিশেষত নেটওয়ার্কিং নিয়ে কাজ করতে চাইলে ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ল্যান ইঞ্জিনিয়ার, ম্যাসেজিং স্পেশ্যালিস্ট, নেটওয়ার্কিং অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ওয়েব সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ রয়েছে।

কেন এই পেশা বাছবেন: যত দিন যাচ্ছে হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্কিং পেশাদারদের চাহিদা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। কারণ এখন যে কোনও ধরনের শিল্পের সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তির যোগ রয়েছে। সুতরাং মাত্র পাঁচ জন কর্মী নিয়ে তৈরি সংস্থাও এই পেশাদারদের ছাড়া কার্যত অচল।

সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে ব্যাংক, বিমা সংস্থা, কলসেন্টার, তথ্যপ্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সংস্থার মতো জায়গায় তো হার্ডওয়্যার-নেটওয়ার্কিং পেশাদাররা অনেকটা নিউক্লিয়াসের মতো।

বিশেষত, তথ্যপ্রযুক্তিকে এখন প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে দিতে বহু কর্মসূচি নিয়েছে সরকার। ফলে ভারতে এই ক্ষেত্রে যত কাজের সম্ভাবনা, সেই তুলনায় পেশাদার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ এখনকার তুলনায় তিন গুণ পেশাদার তৈরি হলে তবেই চাহিদা মেটানো সম্ভব।

যোগ্যতা: হার্ডওয়্যার-নেটওয়ার্কিংয়ের বিভিন্ন ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা পাঠক্রমে ভর্তি হতে চাইলে বিজ্ঞান নিয়ে ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক পাস হতে হবে। নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর গ্লোবাল সার্টিফিকেশন অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। যেমন, রেড হ্যাট ভার্সন ৬, মাইক্রোসফটের এমসিআইটিপি, সিস্কো-র সিসিএনএ, সিসিএনপি, সিডব্লিউএনএ ইত্যাদি।

অন্যান্য শাখা নিয়ে পড়াশোনা করেও হার্ডওয়্যার-নেটওয়ার্কিং পড়া যায়, যদি কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক্স সম্পর্কে আগ্রহ ও কিছুটা জ্ঞান থাকে।

লক্ষ্য স্থির করা: প্রাথমিক শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি অবশ্য প্রার্থী কী নিয়ে পড়তে চাইছেন বা কেরিয়ার হিসাবে কোন লক্ষ্য স্থির করে রেখেছেন, তার উপরেই নির্ভর করে। যাঁরা ইনস্টল/ কনফিগার/ ট্রাবলশ্যুটার- কম্পিউটার হার্ডওয়্যার/ সফটওয়্যার কিংবা নির্ভুল ভাবে সফটওয়্যার প্রোগ্রাম চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার-সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে চান, তাঁদের উচ্চমাধ্যমিক বা স্নাতক হতেই হবে।

যাঁরা সংস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী, খরচের বিষয়টি মাথায় রেখে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক উইথ ওয়ার্কস্টেশন্স/নেটওয়ার্ক ডিভাইসেস-সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও তা কার্যকর করার কাজ করতে চান বা সংস্থার বিশেষ কিছু চাহিদা মেনে কনফিগার/মনিটর/ট্রাবলশ্যুট দ্য নেটওয়ার্ক ডিভাইসেস/ওয়ার্কস্টেশন্স নিয়ে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে চান, তাঁদের ইনস্টল/কনফিগার/ ট্রাবলশ্যুটার-কম্পিউটার হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার বা নির্ভুলভাবে সফটওয়্যার প্রোগ্রাম চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার-সংক্রান্ত বিষয়, বিসিএ, এমসিএ, বিএসসি ইন আইটি/সিএসই, বি টেক ইন সিএসই/ আইটি/ ইই/ ইসিই বা এগুলির সমতুল যোগ্যতা থাকতে হবে।

কাজের সুযোগ: প্রথম থেকেই বিষয়গুলির খুঁটিনাটি রপ্ত করতে পারলে, বিশেষ করে কাজের সুযোগ মিলবে যেখানে, সেগুলি হল হার্ডওয়্যার তৈরি, মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা, সিস্টেম ডিজাইন সংস্থা, সংযোগ প্রদানকারী সংস্থা, সফটওয়্যার সংস্থা, ব্যাংক, বিমা, তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা, বিজনেস প্রোসেস আউটসোর্সিং বা কলসেন্টার, নলেজ প্রোসেস আউটসোর্সিং ও অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবা সংস্থা, টেলিকম সংস্থা। এছাড়া, সরকারি বা বেসরকারি যে কোনও শিল্পের ছোট বা বড় সংস্থাতেও কাজের সুযোগ আছে।

পাশাপাশি ব্যবসার পথও খোলা আছে। হার্ডওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শেখার পর কিছুদিন কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিন। তারপর বন্ধু-বান্ধবেরা মিলে ব্যবসাও শুরু করতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্য কাজটা খুব ভালো জানতে হবে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পণ্য ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হতে হবে। আসলে তুমুল প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে যেতে হলেও, গ্রাহকের আস্থা যদি একবার আদায় করে নিতে পারেন তাহলে আর পিছন ফিরে তাকাতে হবে না।

রাজ্যের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম ও ওয়েবসাইট—

আইআইএইচটি (iiht.com)
জেটকিং (jetkinginfotrain.com)
আইএইচআইটি (ihitindia.com)
ইনস্টিটিউট অব কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার্স (iceion.org)
অ্যাপটেক (aptechnpower.com)
ওয়েবেল (webelindia.com)
টিমলিজ আইআইজেটি (iijt.net)
আইআইএইচই (iiheindia.com)
ব্রেনওয়্যার (brainware-india.com)
এনআইআইটি (niit.com)

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৬ জুলাই ২০১৭

কেন্দ্রীয় সরকারে বিভিন্ন মন্ত্রকে স্টেনোগ্রাফার নিয়োগ

কয়েকশো স্টেনোগ্রাফার (গ্রেড সি ও ডি) নিয়োগ করা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ ও কার্যালয়ে। যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণরা আবেদন করতে পারেন। স্টেনোগ্রাফির দক্ষতা থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। নির্বাচিতদের কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক এবং বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও কার্যালয়ে নিয়োগ করা হবে। স্টেনোগ্রাফারস (গ্রেড সি অ্যান্ড ডি) এগজামিনেশন ২০১৭-এর মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি স্কিল টেস্টও নেওয়া হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পাস। গ্রেড সি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মিনিটে ১০০টি এবং গ্রেড ডি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মিনিটে ৮০টি শব্দ শর্টহ্যান্ডে লেখার দক্ষতা থাকতে হবে। স্টেনোগ্রাফির দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য স্কিল টেস্ট হবে। এক্ষেত্রে ১০ মিনিটের ডিকটেশন গ্রেড সি-এর প্রার্থীদের মিনিটে ১০০টি শব্দ এবং গ্রেড ডি-এর প্রার্থীদের মিনিটে ৮০টি শব্দের গতিতে শর্টহ্যান্ডে লিখতে হবে ইংরেজি অথবা হিন্দিতে। শর্টহ্যান্ডে নেওয়া ডিকটেশন গ্রেড সি-এর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে ৪০ মিনিটে, হিন্দিতে ৫৫ মিনিটে এবং গ্রেড ডি-এর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে ৫০ মিনিটে, হিন্দিতে ৬৫ মিনিটে কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে।

দরখাস্তের ১৮ নম্বর কলামে কোন মাধ্যমে, ইংরেজি অথবা হিন্দিতে, স্কিল টেস্ট দেবেন তা উল্লেখ করে দিতে হবে। বয়স: ১-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। বয়সে তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরা এই পদের জন্য বিবেচিত হবেন না।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা হবে ৪-৭ সেপ্টেম্বর। ২ ঘণ্টার পরীক্ষায় (দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৪০ মিনিট) থাকবে ৫০ নম্বরের জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, ৫০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ও ১০০ নম্বরের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন। অবজেকটিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। লিখিত পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য অতিরিক্ত ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে স্কিল টেস্টের জন্য ডাক পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা, সেন্টার কোড ৪৪১০; জলপাইগুড়ি, সেন্টার কোড ৪৪০৮। অনলাইন আবেদন করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে www.ssconline.nic.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১৫ জুলাই পর্যন্ত। দুটি পার্টে দরখাস্ত করতে হবে— রেজিস্ট্রেশন পার্ট ও অ্যাপ্লিকেশন পার্ট। প্রার্থীদের আগে রেজিস্ট্রেশন করা থাকলে নতুন করে আর রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। নতুন রেজিস্ট্রেশন করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড লিখে সাবমিট করলে অনলাইন দরখাস্তের ফর্ম পাওয়া যাবে। অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময়, প্রার্থীর স্ক্যান করা ফোটো ও সই আপলোড করতে হবে। ফি-বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। তফসিলি, মহিলা, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি লাগবে না। অনলাইন বা অবলাইন উভয় মাধ্যমেই ফি জমা দেওয়া যাবে। অবলাইন চালানের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। চালানের প্রিন্টআউট নিতে হবে ১৫ জুলাই বিকেল ৫টার মধ্যে উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। অনলাইনে অর্থাৎ চালানের মাধ্যমে ব্যাংকে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৮ জুলাই। এছাড়া অনলাইনে নেট ব্যাংকিং বা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার পর, পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। পরে প্রয়োজন হবে। দরখাস্ত পূরণের সময় এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন কোড ও সাবজেক্ট কোডের দরকার হবে। কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার জন্য ডাকে অ্যাডমিট কার্ড পাঠানো হবে না। অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে হবে এই ওয়েবসাইট থেকে www.ssc.nic.in। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় ৩ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। বিস্তারিত আরও তথ্য, প্রয়োজনীয় কোড নম্বর পাবেন কমিশনের এই ওয়েবসাইট থেকে www.ssc.nic.in.

নাবার্ডে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে ৯১ নিয়োগ

ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ন্যাবার্ড) রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকিং সার্ভিসে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার গ্রেড-A পদে ৯১ জন ছেলেমেয়ে নিয়োগ করা হবে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, গ্রেড-এ পদে নেওয়া হবে এইসব শাখায়: জেনারেল: যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা মোট ৫০% (তফসিলি, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদনের যোগ্য। ডিগ্রি কোর্স পাসরা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ কোর্স পাস হলেও যোগ্য। ডিগ্রি কোর্স পাসরা ম্যানেজমেন্টের ২ বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পাস কিংবা এমবিএ কোর্স পাস হলেও যোগ্য। শূন্যপদ: ৪৬টি। সাধারণ ২৪, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১২। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৩টি। ইকনমিক্স: মোট ৫০% (তফসিলি, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে অর্থনীতির গ্র্যাজুয়েটেরা আবেদন করতে পারেন। মোট ৫০% (তফসিলি, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে অর্থনীতি বা এগ্রিকালচার ইকনমিক্সের পোস্ট গ্র্যাজুয়েটেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ৫টি। সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১। এগ্রিকালচার: মোট ৫০% নম্বর পেয়ে এগ্রিকালচারের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটেরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ৬টি। সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১।

এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং: মোট ৫০% (তফসিলি, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর এগ্রিকালচারের গ্র্যাজুয়েটেরা আবেদন করতে পারেন। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসরা এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে মোট ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি। সাধারণ ১, ওবিসি ১।

প্ল্যান্টেশন অ্যান্ড হর্টিকালচার: মোট ৫০% (তফসিলি, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে হর্টিকালচারের ডিগ্রি বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাসরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৪টি। সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১। অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি: মোট ৫০% (তফসিলি হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে ভেটেরিনারি সায়েন্স বা অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রির গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েটেরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৫টি। সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১। ফিশারিজ: মোট ৫০% (তফসিলি, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে ফিশারি সায়েন্সের গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েটেরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৫টি। সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১।

ফুড প্রোসেসিং: মোট ৫০% নম্বর পেয়ে ফুড প্রোসেসিং বা ফুড টেকনোলজির ডিগ্রি বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি কোর্স পাসরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৩টি। সাধারণ ২, ওবিসি ১। ফরেস্ট্রি: মোট ৫০% নম্বর পেয়ে ফরেস্ট্রির গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েটেরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৩টি। সাধারণ ২, ওবিসি ১। এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং: মোট ৫০% নম্বর পেয়ে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বা এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েটেরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৩টি। সাধারণ ২, ওবিসি ১। ওয়াটার রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট: মোট ৫০% (তফসিলি, প্রতিবন্ধী হলে ৪৫%) নম্বর পেয়ে হাইড্রোলজি, অ্যাপ্লায়েড হাইড্রোলজি বা অ্যাপ্লায়েড জিওলজির গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েটেরা যোগ্য। প্রধান বিষয় হিসাবে হাইড্রোলজি, ইরিগেশন বা ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন থাকতে হবে। শূন্যপদ: ৪টি। সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১। সোশ্যাল ওয়ার্ক: মোট ৫০% নম্বর পেয়ে সোশ্যাল ওয়ার্কের গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েটেরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি। সাধারণ ১,ওবিসি ১। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট: ডিগ্রি কোর্স পাসরা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি কোর্স পাস হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ৩টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১। কোম্পানি সেক্রেটারি: ডিগ্রি কোর্স পাশরা কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ কোর্স পাস হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি। সাধারণ ১, ওবিসি ১। বয়স হতে হবে ১-৬-২০১৭ তারিখের হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। বেতন: ২৮,১৫০-৫৫,৬০০ টাকা। শুরুতে বেতন মাসে প্রায় ২৮,১৫০ টাকা। শুরুতে ২ বছরের প্রোবেশন। তবে আরও ১ বছরের প্রোবেশনে থাকতে হবে। চাকরি হবে 'এ' গ্রেডে, ভারতের যে কোনও জায়গায়।

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন প্রিলিমিনারি পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে আগস্টে। পূর্ব ভারতের এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা, আসানসোল, বর্ধমান, বহরমপুর, দুর্গাপুর, হুগলি, হাওড়া, কল্যাণী, গ্রেটার কলকাতা, শিলিগুড়ি, ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটি, পটনা, রাঁচি, আগরতলা ও শিলংয়ে। ২ ঘণ্টার ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের। এইসব বিষয়ে: ১) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস- ২০ নম্বর, ২) টেস্ট অব রিজনিং- ২০ নম্বর, ৩) টেস্ট অব ইংলিশ- ৪০ নম্বর, ৪) কম্পিউটার নলেজ- ২০ নম্বর, ৫) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড- ২০ নম্বর, ৬) ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ইস্যু- ৪০ নম্বর, ৭) এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট-৪০ নম্বর। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফলদের তালিকায় যাঁদের নাম থাকবে তাঁরাই মেইন পরীক্ষা দিতে পারবেন। মেইন পরীক্ষা হবে কলকাতা, রাঁচি, শিলং, গুয়াহাটি, ভুবনেশ্বরে। এই পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল ইংলিশের ডেসক্রিপটিভ টাইপের দেড় ঘণ্টার ১০০ নম্বরের পরীক্ষা আর অবজেকটিভ টাইপের দেড় ঘণ্টার ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় থাকবে এইসব বিষয়: ক) ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ইস্যু আর এগ্রিকালচার ও রুরাল ডেভেলপমেন্ট, খ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রশ্ন। এরপর হবে ২৫ নম্বরের ইন্টারভিউ। লিখিত পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিস্তারিত সিলেবাস অ্যাডমিট কার্ডের সঙ্গেই পাওয়া যাবে। অ্যাডমিট কার্ড অনলাইনেই পাবেন। এছাড়াও বিস্তারিত সিলেবাস পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.nabard.org তফসিলি প্রার্থীদের বিনা খরচে প্রি- এগজামিনেশন ট্রেনিং দেওয়া হবে কলকাতায়, গুয়াহাটি, রাঁচি, পাটনা ও শিলংয়ে।

লিখিত পরীক্ষার কললেটার ই-মেলেই শুধুমাত্র পাঠানো হবে। ডাকযোগে কোনও কললেটার পাঠানো হবে না। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ১০ জুলাই-এর মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.nabard.org অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আর ফোটো ও সিগনেচার আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবেন। এরপর পরীক্ষা ফি-বাবদ ৮০০ টাকা (তফসিলি, প্রতিবন্ধী হলে ১৫০ টাকা) জমা দিতে হবে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটে। টাকা জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্ট প্রিন্ট করে নেবেন। সবশেষে সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

পাঠকের অনুরোধে
এখন পুরো চার পাতা জুড়ে
চাকরি, ট্রেনিং ও
কোর্সের খোঁজ-খবর

হিন্দুস্তান এরোনটিক্সে কয়েকশো অ্যাপ্রেন্টিস

হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেডের কড়োয়া অ্যাভোনিক্স ডিভিশন 'ডিপ্লোমা (টেকনিক্যাল) অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে কিছু প্রার্থীকে ট্রেনিং দিচ্ছে। ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, সিভিল, ইনফরমেশন, টেকনোলজি বা কম্পিউটার সায়েন্সের ডিপ্লোমা কোর্স পাসরা যোগ্য। অ্যাপিয়ারিং প্রার্থীরা যোগ্য নন। ২০১৪ সালের আগে পাস হলে যোগ্য নন। বয়স হতে হবে ৮-৭-২০১৭ তারিখের হিসাবে ২৬ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। শুরুতে ১ বছরের ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড মাসে ৩,৫৪২ টাকা। প্রার্থী বাছাই হবে মেধার ভিত্তিতে। মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা বেরোবে ১৮ আগস্ট। সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন হবে ২৫ আগস্ট থেকে ৫ সেপ্টেম্বর। দরখাস্ত করবেন সাদা কাগজে, পুরো বায়োডাটা দিয়ে। সঙ্গে দেবেন: ১) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাস্ট সার্টিফিকেটের স্ব-প্রত্যয়িত নকল, ২) এখনকার তোলা ১ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন 'Application for Diploma (Technical) Apprenticeship'. দরখাস্ত পৌঁছতে হবে ৮ জুলাইয়ের মধ্যে এই ঠিকানায়: The Manager (training) , Hindustan Aeronautics Limited, avionics Division, PO-Korwa, Dist- Amethi-227412(UP).

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ৬ জুলাই ২০১৭

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৭ সহ অধ্যাপক নিয়োগ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর পদে ৬৭ জনকে নিয়োগ করা হবে। লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স, মাইক্রোবায়োলজি, নিউরো সায়েন্স, মেরিন সায়েন্স, সাইকোলজি, বায়োফিজিক্স মলিকিউলার বায়োলজি অ্যান্ড বায়োইনফরমেটিক্স, পলিমার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ফিজিক্স, অ্যাপ্লায়েড অপটিক্স অ্যান্ড ফোটোনিক্স, পিওর ম্যাথমেটিক্স, অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স, রেডিওফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ভূগোল, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স, বটানি, স্ট্যাটিস্টিক্স, অ্যানথ্রোপলজি, ইলেকট্রনিক সায়েন্স, কেমিস্ট্রি, হোম সায়েন্স, এগ্রিকালচার, জিওলজি, কমার্স, বায়োকেমিস্ট্রি, ফিজিওলজি, ন্যানো সায়েন্স অ্যান্ড ন্যানো টেকনোলজি, জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, সংস্কৃত, ইংলিশ বিষয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা মোট ৫৫% (তফসিলি, ওবিসি, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) , ১৯৯১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরের আগে মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাসরা পিএইচডি করে থাকলে ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে আর কী কী যোগ্যতা থাকলে যোগ্য, তা ওয়েবসাইটে পাবেন। নেট, স্লেট বা সেট পরীক্ষায় সফল হয়ে থাকতে হবে। ২০০৯ সালের ইউজিসি নিয়মানুযায়ী যাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি করেছেন তাঁরা নেট, স্লেট বা সেট পরীক্ষায় সফল না হয়ে থাকলেও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩৭ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। বেতন: ১৫,৬০০-৩৯,১০০ টাকা, গ্রেড পে ৬,০০০ টাকা। কোন বিষয়ে ক'টি শূন্যপদ: লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স ১টি (তফসিলি উপজাতি)। মাইক্রোবায়োলজি ২টি (তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)। নিউরো সায়েন্স ২টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১)। মেরিন সায়েন্স ১টি (তফসিলি জাতি)। সাইকোলজি ৪টি (ওবিসি ১, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১)। বায়োফিজিক্স মলিকিউলার বায়োলজি অ্যান্ড বায়োইনফরমেটিক্স ২টি (তফসিলি জাতি)। পলিমার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ১টি (তফসিলি জাতি)। ফিজিক্স ২টি (তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)। অ্যাপ্লায়েড অপটিক্স অ্যান্ড ফোটোনিক্স ২টি (তফসিলি জাতি)। পিওর ম্যাথমেটিক্স ৪টি (ওবিসি ১, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১)। অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স ২টি (সাধারণ প্রতিবন্ধী ১, তফসিলি উপজাতি ১)। রেডিওফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্স ১টি (তফসিলি জাতি)। কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ১টি (তফসিলি জাতি)। ভূগোল ১টি (তফসিলি উপজাতি)। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ২টি (সাধারণ ১, তফসিলি উপজাতি ১)। অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স ১টি (তফসিলি উপজাতি)। বটানি ১টি (তফসিলি জাতি)। স্ট্যাটিস্টিক্স ১টি (তফসিলি উপজাতি)। অ্যানথ্রোপলজি ৩টি (তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১)। হোমসায়েন্স ৯টি (ওবিসি বি ২, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২)। এগ্রিকালচার ৪টি (সাধারণ প্রতিবন্ধী ১, ওবিসি এ ১, তফসিলি জাতি ২)। জিওলজি ১টি (তফসিলি উপজাতি)। কমার্স ১টি (তফসিলি জাতি)। বায়োকেমিস্ট্রি ১টি (তফসিলি জাতি)। ফিজিওলজি ৪টি (প্রতিবন্ধী ১, ওবিসি বি ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)। ন্যানো সায়েন্স অ্যান্ড ন্যানো টেকনোলজি ১টি (তফসিলি জাতি)। জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন ২টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১)। বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)। সংস্কৃত ১টি (তফসিলি জাতি)। ইংলিশ ২টি (তফসিলি জাতি)। ইংলিশ ২টি (তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: Est/Advt./5936/2017, Dated: 13/06/2017.

দরখাস্ত দেখে বাছাই প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। প্রার্থীর সংখ্যা বেশি হলে স্ক্রিনিং টেস্ট/ লিখিত পরীক্ষা হতে পারে। দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ানসহ বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওয়েবসাইটে। পূরণ করা দরখাস্ত পৌঁছতে হবে ১৪ জুলাইয়ের মধ্যে। তখন সঙ্গে দিতে হবে ডিমান্ড ড্রাফট। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য www.caluniv.ac.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

হৃষিকেশ এইমসে ১১২৬ স্টাফ নার্স

১১২৬ জন স্টাফ নার্স গ্রেড-টু (সিস্টার গ্রেড-টু) নেবে উত্তরাখণ্ডের হৃষিকেশের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)। ২ বছরের প্রোবেশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 2017/115.

শূন্যপদের বিন্যাস: সাধারণ ৫৭০, তফসিলি জাতি ১৬৮, তফসিলি উপজাতি ৮৪, ওবিসি ৩০৪। শিক্ষাগত যোগ্যতা: চার বছরের বিএসসি (নার্সিং)। অথবা বিএসসি (পোস্ট-সার্টিফিকেট) বা সমতুল। দু-বছরের বিএসসি নার্সিং (পোস্ট-বেসিক) ডিগ্রিধারীরাও আবেদনের যোগ্য। সেই সঙ্গে স্টেট বা ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলে প্রার্থীর নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। কম্পিউটারে কাজের জ্ঞান থাকলে, বিশেষ অফিস অ্যাপ্লিকেশন, স্প্রেডশিট ও প্রেজেন্টেশনের জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স: ৩১-৭-২০১৭ তারিখে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। বেতনক্রম: ৯,৩০০- ৩৪,৮০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৪,৬০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাইয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে এইমস কর্তৃপক্ষ এখনও কিছু জানায়নি। পরবর্তিকালে সিলেকশন কমিটি প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া স্থির করবে। আগ্রহীরা নজর রাখবেন এই ওয়েবসাইটে: www.aiimsrishikesh.edu.in পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল: হৃষিকেশ, হরিদ্বার, দেরাদুন। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে উপরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১শে জুলাই। ফি-বাবদ দিতে হবে ৩০০০ টাকা। (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১,০০০ টাকা)। দরখাস্তের প্রক্রিয়া ও ফি প্রদান-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট দেখুন। কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হলে মেল করতে পারেন aiimsrishikeshhelpdesk@gmail.com আইডিতে অথবা ফোন করতে পারেন ০১৩৫-৬১৩০৬২১১ নম্বরে।

১৭ ম্যানেজার নিয়োগ নাবার্ডের বিভিন্ন শাখায়

ন্যাবার্ডে ম্যানেজার (গ্রেড-বি) নেওয়া হবে এইসব শাখায়: ম্যানেজার (আর.ডি.বি.এস)-জেনারেল: মোট ৬০% (তফসিলি ও প্রতিবন্ধী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে ডিগ্রি কোর্স পাস হলে আবেদন করা যাবে। মোট ৫৫% (তফসিলি ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ৯টি। সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১।

ম্যানেজার (আর.ডি.বি.এস) এগ্রিকালচার: মোট ৬০% (তফসিলি হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে এগ্রিকালচারের ডিগ্রি কোর্স পাসরা আবেদন করতে পারেন। মোট ৫৫% (তফসিলি হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে এগ্রিকালচারের পোস্ট গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ৮টি। সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২। বয়স হতে হবে ১-৬-২০১৭ তারিখের হিসাবে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। বেতন: ৩৫১৫০-৬২৪০০ টাকা। শুরুতে মাইনে মাসে প্রায় ৩৫১৫০ টাকা। শুরুতে ২ বছরের প্রোবেশন। তবে আরও ১ বছরের প্রোবেশনে থাকতে হবে।

প্রার্থী বাছাই হবে প্রথমে অনলাইন প্রিলিমিনারি পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে আগস্টে। পূর্ব ভারতে এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা, আসানসোল, বর্ধমান, বহরমপুর, দুর্গাপুর, হুগলি, হাওড়া, কল্যাণী, গ্রেটার কলকাতা, শিলিগুড়ি, ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটি, পটনা, রাঁচি, আগরতলা ও শিলংয়ে। ২ ঘণ্টার ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের। এই বিষয়ে: ১) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস- ২০ নম্বর, ২) টেস্ট অব রিজনিং- ২০ নম্বর, ৩) টেস্ট অব ইংলিশ- ৪০ নম্বর, ৪) কম্পিউটার নলেজ- ২০ নম্বর, ৫) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড- ২০ নম্বর, ৬) ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ইস্যু- ৪০ নম্বর, ৭) এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট- ৪০ নম্বর। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফলদের তালিকায় যাঁদের নাম থাকবে, তাঁরাই মেন পরীক্ষা দিতে পারবেন। মেন পরীক্ষা হবে কলকাতা, রাঁচি, শিলং, গুয়াহাটি, ভুবনেশ্বরে। এই পরীক্ষায় থাকবে: ১) জেনারেল ইংলিশের ডেসক্রিপটিভ টাইপের দেড় ঘণ্টার ১০০ নম্বরের পরীক্ষা, ২) অবজেকটিভ টাইপের দেড় ঘণ্টার ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় থাকবে: ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ইস্যু আর এগ্রিকালচার ও রুরাল ডেভেলপমেন্ট, ৩) অবজেকটিভ টাইপের দেড় ঘণ্টার ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় থাকবে এই বিষয়ে: ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক, স্ট্যাটিস্টিক্স, ফিনান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট। এরপর হবে ৪০ নম্বরের ইন্টারভিউ। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ৭ জুলাই পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.nabard.org অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য, ফোটো ও সিগনেচার আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবেন। এরপর পরীক্ষা ফি-বাবদ ৯০০ টাকা, তফসিলি, প্রতিবন্ধী হলে ১৫০ টাকা জমা দিতে হবে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটে। টাকা জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্ট প্রিন্ট করে নেবেন। সবশেষে সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিতে হবে।

আগামী সপ্তাহে আরও অনেক
চাকরি, ট্রেনিং ও কোর্সের খোঁজ-খবর

দিল্লি এইমসে নার্সিং অফিসার পদে ২৫৭ নিয়োগ

নার্সিং অফিসার পদে ২৫৭ জন কর্মী নেবে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব ম্যাডিক্যাল সায়েন্স (এইমস)। নিয়োগ করা হবে গ্রুপ 'বি' ক্যাটেগরিতে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিত নম্বর 1/2017

শূন্যপদের বিন্যাস: মোট শূন্যপদ ২৫৭টি (সাধারণ ১৭৪, তফশিলি জাতি ২৬, তফশিলি উপজাতি ১০, ওবিসি ৪৭) এর মধ্যে ১১টি (সাধারন ৭, তফশিলি জাতি ১, ওবিসি ৩) শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। একটি পা ক্ষতিগ্রস্থ হলে আবেদন করতে পারেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নার্সিংয়ে বিএসসি বা বিএসসি (অনার্স) বা এসসি (পোস্ট-বেসিক)। সঙ্গে অন্তত ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে ৬ মাসের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অথবা জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডয়াইফারিতে ডিপ্লোমা। সঙ্গে অন্তত ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে আড়াই বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সব ক্ষেত্রেই ওয়েস্টবেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলের নার্স বা নার্স অব মিডওয়াইফ হিসাবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে।

বয়স: ১৪-০৭-২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়ম অনুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বেতনক্রম: ৯,৪০০ থেকে ৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পেয়ে ৪,৬০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা ১১ই সেপ্টম্বর। পরীক্ষা নেওয়া হবে দেশের বড় শহরগুলিতে। পরীক্ষার অ্যাডমিড কার্ড ডাউনলড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে: www.aiimsexams.org

অনলাইনে আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.aiimsexams.org প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ জুলাই।

মনে রাখবেন অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর জেপিজি বা জেপেগ বা পিএনজি বা জিআইএফ ফরম্যাটে স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো (অবশ্যই সাদা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হবে, ৫০ থেকে ১০০ কেবি সাইজের মধ্যে), সই (১০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং বা হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ (১০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৬ জুলাই ২০১৭

রায়পুর এইমসে ৪৭৫ নার্স নিয়োগ

৪৭৫ জন স্টাফ নার্স নেবে ছত্তিশগড়ের রায়পুরের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স। নিয়োগ হবে স্টাফ নার্স গ্রেট-টু ও স্টাফ নার্স গ্রেট-ওয়ান পদে। বিজ্ঞপ্তি নম্বর: Admin/Rec./Regular/SN-I & SN-II/2017/AIIMS.RPR.

স্টাফ নার্স গ্রেড-টু: মোট শূন্যপদ ৪০০টি (সাধারাণ ২০৫, তফসিলি জাতি ৬০, তফসিলি উপজাতি ২৯, ওবিসি ১০৬)। এর মধ্যে ১২টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: নার্সিংয়ে বিএসসি অথবা বি এসসি নার্সিং (পোস্ট-বেসিক) বা সমতুল। ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

স্টাফ নার্স গ্রেট- ওয়ান: মোট শূন্যপদ ৭৫টি (সাধারাণ ৩৯, তফসিলি জাতি ১১, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ২০)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: নার্সিংয়ে বিএসসি অথবা বিএসসি নার্সিং (পোস্ট-বেসিক) বা সমতুল। সঙ্গে অন্তত ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে স্টাফ নার্সিং গ্রেড-টু পদে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স: ৩১-৭-২০১৭ তারিখে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

উভয় ক্ষেত্রেই প্রার্থীর নাম ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অথবা ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলে নথিভুক্ত থাকতে হবে।

কম্পিউটারে এমএস অফিস, প্রেজেন্টেশন, স্প্রেডশিট সহ অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনে দক্ষ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার। বয়সে তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম: ৯,৩০০ - ৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড-টু পদের ক্ষেত্রে গ্রেড পে ৪,৬০০ টাকা এবং গ্রেড ওয়ান পদের ক্ষেত্রে গ্রেড পে ৪,৮০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা এবং স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়, জেনারেল অ্যাপটিটিউড, জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস, বেসিক কম্পিউটার নলেজ এবং নার্সিং ইনফরমেটিক্স বিষয়ে। অবজেকটিভ , মাল্টিপল চয়েস ধরনের প্রশ্ন হবে। পরীক্ষার সময়সীমা ৯০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। পরীক্ষার আডমিট কার্ড পাওয়া যাবে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে www.aiimsraipur.edu.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের সময় ইউজার আইডি ও পাসয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে। অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় জেপিজি ফরম্যাটে স্ক্যান করা প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফোটো (২০০x২০০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ৮০ থেকে ১০০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালিতে করা সই (১৪০ x ৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ৫০ থেকে ৮০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। ফি-বাবদ দিতে হবে ১০০০ টাকা। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে কোনও টাকা লাগবে না। ফি জমা দেওয়া যাবে ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্টের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে সাবমিটের পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর সহ পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কেছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরিউক্ত ওয়েবসাইট।

প্রতি সপ্তাহে চারপাতা জুড়ে অসংখ্য চাকরির খোঁজখবর 'টার্গেট অ্যাট কেরিয়ার'-এর পাতায়

স্কলারশিপ ও ঋণের দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, পার্সি ও জৈন) ছেলেমেয়েদের ২০১৭-'১৮ সেশনে পড়াশোনায় স্কলারশিপ ও শিক্ষাঋণ দেওয়ার জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। স্কলারশিপ ও ঋণ পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল: ১) প্রার্থীদের ভারতীয় নাগরিক ও এই রাজ্যের বাসিন্দা হতে হবে, ২) আধার নম্বর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে, ৩) ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর সক্রিয় থাকতে হবে, ৪) একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর একবার রেজিস্ট্রেশন করা যাবে, ৫) ছাত্র-ছাত্রীদের শেষ ফাইনাল পরীক্ষায় ন্যূনতম ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে, ৬) নবীকরণের ক্ষেত্রে গত বছরের স্কলারশিপের জন্য আবেদনপত্রের রশিদ ও পার্মানেন্ট আইডি থাকতে হবে, ৭) নতুন ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথমবার আবেদন করতে চাইলে ফ্রেশার হিসাবে উল্লেখ করতে হবে, ৮) একটি মোবাইল নম্বরে একটি রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। তবে প্রি-ম্যাট্রিক দরখাস্তের জন্য দু'বার রেজিস্ট্রেশনও করা যাবে। যাবতীয় যোগাযোগ হবে এই রেজিস্ট্রেশন নম্বরের মাধ্যমে। ৯) স্কলারশিপের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.scholarships.gov.in স্কলারশিপ দেওয়া হবে এই তিনটি পর্যায়ে: ১) প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ। কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের UDISE কোড নম্বর থাকলে এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন। পারিবারিক বার্ষিক আয় হতে হবে ১ লক্ষ টাকার মধ্যে। তবে ক্লাস ওয়ানের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে শেষ পরীক্ষায় ৫০% নম্বর না থাকলেও চলবে। ফ্রেশারদের ক্ষেত্রে আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট ও নবীকরণের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই। ২) পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ। কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে উচ্চমাধ্যমিক, আইটি আই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি, এমফিল, বিএড কোর্সে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা UDISE কোড নম্বর থাকলে আবেদন করতে পারেন। পারিবারিক আয় হতে হবে বার্ষিক ২ লক্ষ টাকার মধ্যে। কোনও নথি আপলোড করার দরকার নেই। ফ্রেশারদের ক্ষেত্রে আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট ও নবীকরণের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই। ৩) মেরিট-কাম-মিন্স স্কলারশিপ। কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে পেশাদারি বা কারিগরি ক্ষেত্রে আন্ডার-গ্রাজুয়েট বা পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীরা UDISE কোড নম্বর থাকলে আবেদন করতে পারেন। পারিবারিক আয় হতে হবে বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকার মধ্যে। আই আইটি, আইআইএম, এনআইটি, এনআইএফটি, আইআইএফটি কোর্সের পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ার সম্পূর্ণ খরচ পাবেন। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা এই সুযোগ পাবেন জানতে পারবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.wbmdfc.org প্রার্থীদের মূল নথিপত্র আপলোড করতে হবে। ফ্রেশারদের ক্ষেত্রে আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট ও নবীকরণের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই। ৪) পোস্ট-ম্যাট্রিক স্টাইফেন্ড আন্ডার ট্যালেন্ট সাপোর্ট প্রোগ্রাম। উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি কোর্স, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি, এম ফিল, পিএইচডি পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীরা আবেদন করতে পারেন। শেষ ফাইনাল পরীক্ষায় অন্তত ৫০% নম্বর থাকতে হবে। পারিবারিক বার্ষিক আয় হতে হবে বার্ষিক ২ লক্ষ টাকার মধ্যে। ফ্রেশার ও নবীকরণের ক্ষেত্রে অনলাইন আবেদন করতে হবে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে।

স্কলারশিপের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনলাইন দরখাস্তের প্রিন্ট আউটের সঙ্গে জমা দিতে হবে এইসব নথিপত্র: আধার কার্ড, ব্যাংকের পাস বই, আইএফএসসি, পঞ্চায়েত প্রধান বা কাউন্সেলর বা বিধায়ক বা গেজেটেড অফিসারের প্রত্যয়িত করা পারিবারিক বার্ষিক আয়ের সার্টিফিকেট। প্রতিটি স্কলারশিপের ক্ষেত্রে ৩০% মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। দূরশিক্ষাক্রমে পাস ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদনপত্র গ্রাহ্য হবে না। একজন প্রার্থীকে একটিমাত্র স্কলারশিপ দেওয়া হবে।

শিক্ষাঋণ: কারিগরি ও পেশাদারি কোর্সের (মেডিক্যাল/ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন, নার্সিং, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট, বিসিএ, এমসিএ) ছাত্র-ছাত্রীরা এই রাজ্যের বাসিন্দা হলে এই ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। বয়স হতে হবে ৩২ বছরের মধ্যে। পারিবারিক বার্ষিক আয় অনুসারে এই ঋণে সুদের হার ৩ ধরনের। ১) পারিবারিক বার্ষিক আয় ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্য গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৮,১০০০ টাকার মধ্যে ও শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ১০৩০০০ টাকার মধ্যে হলে সুদের হার হবে ৩%। ২) ছেলেদের বেলায় পারিবারিক বার্ষিক আয় গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৮১০০১ টাকা থেকে ৬০০০০০ টাকার মধ্যে হলে সুদের হার হবে ৮%। ৩) মেয়েদের বেলায় পারিবারিক বার্ষিক আয় গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৮১০০১ টাকা থেকে ৬০০০০০ টাকার মধ্যে ও শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ১০৩০০০ টাকা থেকে ৬০০০০০ টাকার মধ্যে হলে সুদের হার হবে ৫%। ঋণের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে।

এই ওয়েবসাইটে: www.wbmdfc.net দরখাস্তের প্রিন্টআউটের সঙ্গে দিতে হবে: ১) বয়সের প্রমাণপত্র, ২) কোর্স ফি, মেয়াদ, ৩) এম এল এ/এসডিও/বিডিও/গেজেটেড অফিসার/পঞ্চায়েত প্রধান/কাউন্সিলর/চেয়ারম্যানের প্রত্যয়িত করা পারিবারিক বার্ষিক আয়ের প্রমাণ পত্র, ৪) নিজের প্রত্যয়িত করা মার্কশিটের কপি। যাবতীয় নথিপত্রের কপি যাচাইয়ের জন্য হাতে হাতে বা ডাকযোগে পাঠাতে হবে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের সদর কার্যালয়ে বা সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসে। যোগ্য প্রার্থীরা ঋণের জন্য নির্বাচত হলে ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের আইনগত অভিভাবকের নামে ব্যাংকে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করতে হবে।

স্কলারশিপ ও শিক্ষাঋণের জন্য বিস্তারিত খোঁজ পেতে যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়: পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম, অম্বর, ডিডি-২৭ই, সল্টলেক সিটি, সেক্টর-I, কলকাতা-৬৪। ওয়েবসাইট: www.wbmdfc.org.

নৌবাহিনীতে স্টুয়ার্ড, শেফ, হাইজিনিস্ট

ট্রেনিং দিয়ে বেশ কিছু স্টুয়ার্ড, শেফ, হাইজিনিস্ট নিয়োগ করা হবে ভারতীয় নৌবাহিনীতে। নিয়োগ হবে ম্যাট্রিক রিক্রুটস ক্যাটেগরিতে। ট্রেনিং শুরু হবে ২০১৮-র এপ্রিল মাসে। শুধু অবিবাহিত তরুণরা আবেদন করবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় পাশ। সেইসঙ্গে শেফ পদের ক্ষেত্রে অমিষ ও নিরামিষ রান্নার কাজ করতে হবে এবং রেশনের হিসাব রাখতে হবে। স্টুয়ার্ডের ক্ষেত্রে ওয়েটার ও হাউসকিপিং স্টাফ হিসাবে অফিসার্স মেসে খাদ্যদ্রব্য-পানীয় সরবরাহ করতে হবে। খাবারের মেনু তৈরি ও গুদামের হিসাব রাখার কাজও করতে হবে। হাইজিনিস্টের ক্ষেত্রে টয়লেট পরিষ্কার রাখার কাজও করতে হবে।

জন্মতারিখ: ১-৪-১৯৯৭ থেকে ৩১-০৩-২০০১-এর মধ্যে হতে হবে। দৈহিক মাপজোক: উচ্চতা ১৫৭ সেমি। উপজাতিভুক্ত প্রার্থীরা নিয়মানুসারে ছাড় পেতে পারেন। বুকের ছাতি অন্তত ৫ সেমি পর্যন্ত ফোলানোর ক্ষমতা থাকতে হবে। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন হতে হবে। দৃষ্টিশক্তি: স্টুয়ার্ড ও শেফ পদের ক্ষেত্রে চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৩৬, চশমাসহ ভালো চোখে ৬/৯, খারাপ চোখে ৬/১২। হাইজিনিস্ট পদের ক্ষেত্রে চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৯, খারাপ চোখে ৬/২৪।

ট্রেনিং শুরু হবে আইএনএস চিলকায়। ১৫ সপ্তাহের বেসিক ট্রেনিং। তারপর প্রোফেশনাল ট্রেনিং হবে বিভিন্ন ন্যাভাল ট্রেনিং এস্টাবলিশমেন্টে। ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড বাবদ পাওয়া যাবে ১৪,৬০০ টাকা। সফল ট্রেনিং শেষে বেতনক্রম: ২১,৭০০-৪৩,১০০ সঙ্গে মেলেটারি সার্ভিস পে ৫,২০০ টাকা। মাস্টার চিফ পেটি অফিসার-ওয়ান র‍্যাংক পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও মেডিক্যাল এগজামিনেশনের মাধ্যমে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসে। লিখিত পরীক্ষায় জেনারেল নলেজ, ম্যাথম্যাটিক্স ও সায়েন্স বিষয়ে অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন হবে। সময়সীমা ৪৫ মিনিট। শারীরিক ক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৭ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, ২০টি স্কোয়াট (ওঠ-বোস) , ১০টি পুশ-আপ। সবশেষে ডাক্তারি পরীক্ষা।

অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.joinindiannavy.gov.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করা যাবে ২৬ জুন থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের ফোটো, মাধ্যমিকের অ্যাডমিড কার্ড, মাধ্যমিকের মার্কশিট ও সার্টিফিকেট, ডমিসাইল সার্টিফিকেট, এনসিসি সার্টিফিকেট (যদি থাকে)-সহ অন্যান্য নথিপত্রের মূল কপি স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করতে হবে। বিশদে জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

কেরিয়ার গড়তে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের কোর্স

ইউজিসি অনুমোদিত ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের ডিগ্রি কোর্স, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স ও সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি শুরু হয়েছে। সেশন জানুয়ারি ও জুলাই। এখন জুলাই সেশনে ভর্তির জন্য দরখাস্ত নেওয়া চলছে। কোন কোন কোর্স পড়ানো হবে:

কোন কোন বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হবে:

১) মাস্টার অব কমার্স: কমার্স শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ২ থেকে ৫ বছরের কোর্স।

২) মাস্টার অব আর্টস (ইংলিশ): যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ২ থেকে ৫ বছরের কোর্স।

৩) মাস্টার অব আর্টস: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ২ থেকে ৫ বছরের কোর্স।

৪) মাস্টার অব সোশ্যাল ওয়ার্ক: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ২ থেকে ৫ বছরের কোর্স।

৫) মাস্টার অব আর্টস (এডুকেশন): এডুকেশন বিষয় নিয়ে যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ডিগ্রি কোর্সে এডুকেশন বিষয় না থাকলেও যোগ্য। ২ থেকে ৫ বছরের কোর্স।

৬) এমএ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ২ থেকে ৫ বছরের কোর্স।

৭) মাস্টার অব আর্টস (ইকনমিক্স): যে কোনও শাখার গ্র্যাজজুয়েটরা যোগ্য। ২ থেকে ৫ বছরের কোর্স।

৮) মাস্টার অব আর্টস (ইতিহাস): যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ২ থেকে ৫ বছরের কোর্স।

৯) মাস্টার অব আর্টস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান): যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ২ থেকে ৫ বছরের কোর্স।

১০) মাস্টার অব আর্টস (সোশিওলজি): যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ২ থেকে ৫ বছরের কোর্স।

১১) মাস্টার অব লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স: লাইব্রেরি সায়েন্সের ডিগ্রি কোর্স পাসরা যোগ্য। ১ থেকে ৪ বছরের কোর্স।

১২) এমএ (রুরাল ডেভেলপমেন্ট): যে কোনও শাখার গ্র্যাজজুয়েটরা যোগ্য। ২ থেকে ৫ বছরের কোর্স।

১৩) এম.এ (দর্শন): যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ২ থেকে ৫ বছরের কোর্স।

১৪) এমএ (এক্সটেনশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ): যে কোনও শাখার গ্র্যাজেুয়েটরা যোগ্য। ২ থেকে ৫ বছরের কোর্স।

১৫) এমএ (জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ): যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ২ থেকে ৫ বছরের কোর্স।

১৬) এমএ (সাইকোলজি): যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ২ থেকে ৫ বছরের কোর্স।

১৭) এমএ (পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন): যে কোনও শাখার গ্র্যাজজুয়েটরা যোগ্য। ২ থেকে ৫ বছরের কোর্স।

১৮) এমএ (ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট): যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ২ থেকে ৫ বছরের কোর্স।

১৯) এমএ (অ্যাডাল্ট এডুকেশন): যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ২ থেকে ৫ বছরের কোর্স।

এছাড়াও মাস্টার অব কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, এমএসসি (ডায়াটেটিক্স অ্যান্ড ফুড সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট) ও এমএসসি (কাউন্সেলিং অ্যান্ড ফ্যামিলি থেরাপি) কোর্সে ভর্তি চলছে।

ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হবে কোন কোন বিষয়ে:

১) ব্যাচেলার অব কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন: উচ্চমাধ্যমিক পাসরা যোগ্য। ৩ থেকে ৬ বছরের কোর্স।

২) ব্যাচেলার অব আর্টস: মেজর বিষয় হিসাবে হিন্দু, ইংরেজি, উর্দু, অর্থনীতি, ইতিহাস, অঙ্ক, দর্শন, সাইকোলজি, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সোশিওলজি। উচ্চমাধ্যমিক পাসরা যোগ্য। ইগনু থেকে ব্যাচেলার প্রিপারেটরি পাসরাও যোগ্য। ৩ থেকে ৬ বছরের কোর্স।

৩) ব্যাচেলার অব সায়েন্স: মেজর বিষয় হিসাবে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক, বটানি ও জুওলজি নেওয়া যাবে। সায়েন্স শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাসরা যোগ্য। ৩ থেকে ৬ বছরের কোর্স।

৪) ব্যাচেলার অব কমার্স: উচ্চমাধ্যমিক পাসরা যোগ্য। ইগনু থেকে ব্যাচেলার প্রিপারেটরি কোর্স পাস হলেও যোগ্য। ৩ থেকে ৬ বছরের কোর্স।

৫) ব্যাচেলার অব সোশ্যাল ওয়ার্ক: উচ্চমাধ্যমিক পাসরা যোগ্য। ইগনু থেকে ব্যাচেলার প্রিপারেটরি কোর্স পাস হলেও যোগ্য। ৩ থেকে ৬ বছরের কোর্স।

৬) ব্যাচেলর অব ট্যুরিজম স্টাডিজ: উচ্চমাধ্যমিক পাসরা যোগ্য। ৩ থেকে ৬ বছরের কোর্স।

৭) ব্যাচেলার অব লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স: মোট ৫০% নম্বর পেয়ে ডিগ্রি কোর্স পাসরা আবেদন করতে পারেন যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা লাইব্রেরি সায়েন্সের ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলেও যোগ্য। যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টারে ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকলেও যোগ্য। ১ থেকে ৪ বছরের কোর্স।

৮) ব্যাচেলার প্রিপারেটরি প্রোগ্রাম: উচ্চমাধ্যমিকে অসফল ছেলেমেয়েরা এই কোর্স করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ও কমার্স শাখার ডিগ্রি কোর্স আরবিএসডব্লু ও বিটিএস কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন। মাধ্যমিক পাসের পর সময়াভাবে যারা উচ্চমাধ্যমিক পড়তে পারেননি তারাও এই কোর্স পাস করে বিএ, বিকম কিংবা বিএসডব্লু ও বিটিএস কোর্স পড়তে পারেন। বয়স হতে হবে অন্তত ১৮ বছর। ৬ মাস থেকে ২ বছরের কোর্স।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয় এইসব বিষয়ে:

১) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ১ থেকে ৪ বছরের কোর্স।

২) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুরাল ডেভেলপমেন্ট: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ১ থেকে ৪ বছরের কোর্স।

৩) পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ট্রান্সলেশন: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ১ থেকে ৩ বছরের কোর্স।

৪) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ১ থেকে ৩ বছরের কোর্স।

৫) পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা মিডিয়া বা কমিউনিকেশন অর্গানাইজে ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। ১ থেকে ৪ বছরের কোর্স।

৬) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা অন অডিও প্রোগ্রাম প্রোডাকশন: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ১ থেকে ৪ বছরের কোর্স।

৭) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ১ থেকে ৩ বছরের কোর্স।

৮) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি অটোমেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং: লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সের শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য।

৯) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্রিমিনাল জাস্টিস: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ১ থেকে ৩ বছরের কোর্স।

১০) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন এডুকেশনাল টেকনোলজি: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ১ থেকে ৩ বছরের কোর্স।

ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হবে এইসব বিষয়ে:

১) ডিপ্লোমা ইন আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন: উচ্চমাধ্যমিক পাসরা যোগ্য। ১ থেকে ৪ বছরের কোর্স।

২) ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম স্টাডিজ: উচ্চমাধ্যমিক পাসরা যোগ্য। ইগনু থেকে ব্যাচেলার প্রিপারেটরি কোর্স পাস হলেও যোগ্য। ১ থেকে ৪ বছরের কোর্স।

৩) ডিপ্লোমা ইন একোয়াকালচার: উচ্চমাধ্যমিক পাসরা যোগ্য। ১ থেকে ৩ বছরের কোর্স।

৪) ডিপ্লোমা ইন উর্দু ল্যাঙ্গুয়েজ: উর্দু বিষয় নিয়ে মাধ্যমিক পাসরা যোগ্য। ইগনু থেকে উর্দু ল্যাঙ্গুয়েজের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলেও যোগ্য। ১ থেকে ৩ বছরের কোর্স।

৫) ডিপ্লোমা ইন বিপিও ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং: ইংরেজি বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাসরা মোট ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। তবে উচ্চমাধ্যমিকে অন্যতম বিষয় হিসাবে ইংরেজি থাকতে হবে। ১ থেকে ৩ বছরের কোর্স।

এছাড়াও পড়ানো হবে ক্রিয়েটিভ রাইটিং ইন ইংলিশ, এইচ আই ভি অ্যান্ড ফ্যামিলি এডুকেশন, নিউট্রিশন অ্যান্ড হেলথ এডুকেশন, পঞ্চায়েত লেভেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, নার্সিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ক্রিটিক্যাল কেয়ার নার্সিং।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট কোর্স:

১) পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট ইন বাংলা-হিন্দি ট্রান্সলেশন: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদনের যোগ্য। ৬ মাস থেকে ২ বছরের কোর্স।

২) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট ইন মালায়লাম-হিন্দি ট্রান্সলেশন: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদনের যোগ্য। ৬ মাস থেকে ২ বছরের কোর্স। এছাড়াও পোস্ট গ্র্যাজেুয়েট সার্টিফিকেট কোর্স পড়ানো হবে এইসব বিষয়ে: এক্সটেনশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, অ্যাডাল্ট এডুকেশন, সাইবার ল, পেটেন্ট প্র্যাকটিস, এগ্রিকালচার পলিসি, গান্ধী অ্যান্ড পিস স্টাডিজ।

অ্যাডভান্স সার্টিফিকেট কোর্স পড়ানো হবে: পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট, ইনফরমেশন সিকিউরিটি। সার্টিফিকেট কোর্স পড়ানো হবে এইসব বিষয়ে: ভিশুয়াল আর্টস পেইন্টিং, এপ্লায়েড আর্টস, পারফর্মিং আর্ট-হিন্দুস্তানি মিউজিক, ভারতনাট্যম, থিয়েটার আর্টস, আরাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ, এনজিও ম্যানেজমেন্ট, বিজনেস স্কিলস, টিচিং ইংলিশ, ফাংশনাল ইংলিশ, উর্দু ল্যাঙ্গুয়েজ, এইচ আই ভি অ্যান্ড ফ্যামিলি এডুকেশন, সোশ্যাল ওয়ার্ক উইথ ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম, হেলথ কেয়ার অ্যান্ড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, হোম বেসড হেলথ কেয়ার, কমিউনিটি রেডিও, ট্যুরিজম স্টাডিজ, ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন, নিউট্রিশন অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার, রুরাল ডেভেলপমেন্ট, সেরিকালচার, অর্গানিক ফার্মিং, ওয়াটার হার্ভেস্টিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, পোল্ট্রি ফার্মিং, বি-কিপিং, হিউম্যান রাইটস, কনজিউমার প্রোটেকশন, কো-অপারেশন, কো-অপারেটিভ ল অ্যান্ড বিজনেস ল, অ্যান্টি হিউম্যান ট্র্যাকিং, ইনফরমেশন টেকনোলজি, গাইডেন্স, ল্যাবরেটরি টেকনিক্স, আয়ুশ নার্সিং, ভ্যালু এডুকেশন, কমিউনিকেশন অ্যান্ড আইটি স্কিল, ম্যাটার্নাল অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ, নার্সিং।

ভর্তির ফর্ম ও প্রোসপেক্টাস পাবেন হাতে হাতে, ইগনুর রিজিওনাল সেন্টার থেকে। দাম ৭৫০ টাকা। এছাড়াও দরখাস্তের ফর্ম ডাউনলোড করতে পারেন www.ignou.ac.in/www.ignoukolkatarc.com ওয়েবসাইট থেকে। দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই।

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজখবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজখবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল:

naukri.com
monster.com
timesjobs.com
shine.com
placementIndia.com
careerage.com
jobstreet.co.in
jobsDB.com
jobisjob.com
sarkarinaukricom.com